# আধুনিকার প্রেম

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের করকমলে

অর্পিত হইল।

# ভূমিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির নিদারুণ দুঃসময় চলিতেছে। ইহার প্রধান কারণ দুটি। রঙ্গমঞ্চের যাহারা কর্তৃপক্ষ নূতন আইডিয়ার প্রতি তাহাদের উদাসীনতা ও ভীতির ভাব। দ্বিতীয় কারণটি ছায়াছবির অন্ধ অনুসরণ। প্রথম কারণটি হইতেই দ্বিতীয়টি উদ্ভূত। আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই অপরের অনুসরণে এমন আগ্রহ। নাটকের টেকনিক এবং ছায়াছবির টেকনিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমন অবস্থায় অন্ধ অনুকরণের যাহা অনিবার্য্য ফল তাহাই ফলিতেছে— রঙ্গমঞ্চে ব্যর্থ অনুকরণ দেখিতে লোক যাইবে কেন ?

ব্যাপার আর কিছুই নয়। সমাজ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—রঙ্গমঞ্চ এখনো গিরিশ ঘোষ ও অমৃত বোসের আমলে পড়িয়া রহিয়াছে, দর্শকে ও রঙ্গমঞ্চে একটা ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের মতো এমন তমসাচ্ছন্ন রাজ্য আর নাই, এক বাংলা ছায়াছবির রাজ্য ছাড়া।

রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ বা তাঁহাদের দালালগণ বলিয়া থাকেন— কই, নূতন যুগোপযোগী নাটক তো লিখিত হইতেছে না। হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা বুঝিবে কে ? জ্ঞান যেখানে বর্ণ পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে নাই, বোধোদয় সেখানে হইবে কি ভাবে ? ইহারা এমনই হতভাগ্য যে "যুগোপযোগী" নাটক হাতে দিলেও বুঝিতে পারেন—এমন ক্ষমতা নাই। পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। ফলে ইহার শূন্য প্রেক্ষাগৃহে মামুলী নাটক অভিনয় করিতেছেন ; এক চোখ রিক্ত Box office-এর দিকে, আর এক চোখ টালিগঞ্জের ছায়াছবির কারখানার দিকে—আর মাঝে হইতে একে একে নিবিছে দেউটি"—অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চগুলি লাল বাতি জ্বালিতেছে, অভুক্ত অপ্রাপ্তবেতন কর্ম্মচারীগণ কর্ম্মান্তরে চলিয়া যাইতেছে। নূতন

আইডিয়ার প্রতি উদাসীনতার ইহাই অনিবার্য্য পরিণাম। নিজের কল্যাণ বুঝিতে যে অক্ষম কে তাহাকে বাঁচাইবে?

ডাঃ শশধর ভট্টাচার্য্য রঙ্গমঞ্চ বা তাহার দালালগণের মুখাপেক্ষা না করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় নাটক, প্রথম নাটক "মাটির মানুষ" কিছুকাল আগে ছাপা হইয়াছে। বর্ত্তমান নাটকখানি মূলতঃ আইডিয়া-প্রধান নাটক। ইবসেন ও শ-র পরেই ইহাই আধুনিক নাটকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এখন শশধরবাবু যদি রঙ্গমঞ্চের দালালগণের কবলে না পড়েন কিংবা টালিগঞ্জের দণ্ডকারণ্যচারী স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাবিত না হন, কেবল নিজের সাহিত্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন, তবে সার্থক নাট্যস্রষ্টারূপে একদিন তিনি খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন, কারণ তাঁহার বর্ত্তমান নাটকখানি পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, যে আইডিয়ার প্রতি তিনি উদাসীন নন; নাটকীয় সংলাপ রচনার ক্ষমতা তাঁহার আছে—এবং একটি কাহিনীকে নাট্যশিল্পরূপে গঠন করিয়া তুলিবার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। তিনটিই বিরল, তিনটি একাধারে অত্যন্ত বিরল। শশধর বাবুর প্রয়াস অভিনন্দনের যোগ্য।

২৬বি, অশ্বিনী দত্ত রোড,<br>বালীগঞ্জ।<br>১৮-৫-৫৩

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় এই সব সহজাত বৃত্তির মতই মানুষমাত্রই ধর্মভীরু ও সংস্কারে পরিপূর্ণ। তবুও মানুষ দোষ করে! দেহ ও আত্মার বিরোধ চিরকালের; কারণ যাই থাক না কেন একটা অলক্ষ্য শক্তির প্রভাব মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই কর্মও অনেক সময়ে কর্মনাশা হ'য়ে সর্ব্বনাশের পথ করে দেয়। সেই অলক্ষ্য শক্তির কাছে মানুষ ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তাই বোধ হয় অমর কবি সেক্সপীয়র বলেছিলেন,

> "As flies to wanton boys, are we to the Gods
> They kill us for their sports".

মানুষের জীবন হোল মস্ত বড় tragedy. প্রতিদিনের ব্যর্থতার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ আবহমান কাল ধরে মীমাংসার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাজার বছর আগেকার পুঁথি খুঁজে দেখলেও অনুশাসনের পাহাড় চোখে পড়বে। সমস্যা ছিল বলেই অনুশাসনের ভীড়! যুগে যুগে সেই সমস্যাগুলোই রূপ পরিগ্রহ করে নূতন রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। এ কথা Schopenhauer ও বলেছেন,—"The ceaseless effort to banish suffering accomplish no more than to make it change its form." এগুলো মস্ত বড় সান্ত্বনার কথা না হলেও,—সত্য কথা। মানুষ অপরিমিত শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না বলেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করতে পারে না। এই হোল নিয়তির পরিহাস! এই নাটকের চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ—লোকোত্তর নয়। Eulenspiegel এর চোখ দিয়ে আমি মানুষকে বিচার করেছি "For going up hill he laughed and going down hill he wept." হোক bantering

views—সাধারণ মানুষের জীবন এ ছাড়া আর কি? বিংশ শতাব্দীর জনারণ্যে মানুষ আজ অসংখ্য প্রলোভনের মাঝে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে; প্রতি পদে বাধা আর বিঘ্ন! ছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে বিচার করে দেখলে ভুলই শুধু চোখে পড়বে;—তাই অনেকে আজ 'গেল গেল' রব তুলেছে। তারা মানুষকে দেখছে Cameraর view finderএর মারফৎ shutterএর ভিতর দিয়ে। View finderএ কি view ধরা পড়ে? তাছাড়া—"Drama is no more setting up of the camera to nature: it is the presentation in parable of conflicts between man's will and his environment, in a word of problem" (Shaw) বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্র নানা ঘাত প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত; অনেক মহাবথীরও ভরাডুবী হয়েছে। নির্জ্জন বনে বসে তপস্যারত মুনিরও যদি ধ্যানভঙ্গ হওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে বিংশ শতাব্দীর জনারণ্যে সাধারণ মানুষের চিত্তচাঞ্চল্য বা পথভ্রষ্ট হওয়া কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ? এই প্রশ্নই এ নাটকে আমি বড় করে তুলে ধরেছি: কারণ প্রশ্নই জিজ্ঞাসু মনকে বৃহত্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়—"The man who truly interrogates himself will ultimately hear the voice of God" (M. Murry)—নাটকে প্রশ্নই তুলে ধরা উচিৎ—একথা Ibsenও বলেছেন—"A dramatists business—is not to answer question but merely to ask them."

সমস্যা চিরকালই ছিল এবং থাকবেও। সমস্যার সমাধান করবো এ উদ্দেশ্য নিয়ে এই নাটকটি রচনা করিনি; অবস্থাভেদে সমস্যা বা সমাধান সৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও মতবাদ মানুষের মনে ও সমাজের বুকে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে সেইটুকুই শুধু এই নাটকে আমি

তুলে ধরেছি। Ibsenএর ভাষায় বলবো—"It was not my desire to deal with so called problems what I wanted to do in this play, was to depict human beings, human emotions and human destinies, upon a ground work of certain social conditions and principles of present day. I know of no sure cure for all the sorrows of the world—social, political or aesthetic, and instead of carefully calculated explanations involving the orthodox couriers, I let the story tell itself. I hit upon an action that was all suspense and emotions."

মানুষ মাত্রই দ্বৈতভাবাপন্ন। স্বার্থে আঘাত না লাগলে মানুষ নিজেকে ভালমানুষ বা ভদ্রমানুষ বলে প্রচার করে, কিন্তু অবস্থাভেদে আসল মনোবৃত্তি ঠিক বার হয়ে আসে। এই নাটকে ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন ও principleএ দ্বন্দ্ব লেগেছে; মতবাদ যখন গোঁড়ামিতে এসে দাঁড়ায় তখনই একে অন্যের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে; Shawও ঠিক এই কথাই বলেছেন—"Principle is the poorest reason I know myself for making yourself nasty." নিজমতানুযায়ী একে অন্যকে বিচার করতে গিয়ে একে অন্যের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে; ফলে ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রগুলিও সমস্যাবহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে; একত্রিকরণের প্রশ্ন তাই ওঠেনি;—বিভক্তিকরণের প্রশ্নই বড় করে তুলে ধরেছি। নাটকে বোধ হয় তাই হওয়া উচিত—"Unity however desirable in political agitation is fatal in drama; for every drama must present a conflict. The end may be reconcilliation or destruction, or as

in life itself, there may be no end; but conflict is indispensable. No conflict—no drama" (Shaw)

নাটকটির নামকরণ সম্বন্ধে আমায় বিরুদ্ধ মত শুনতে হয়েছে; কিন্তু কেন ভেবে পাইনি; শুধু এইটুকু বুঝেছি যে স্পর্শকাতর মন নিয়ে এ নাটকটি বিচার করলে আশাহত হতে হবে। সন্তান যদি অন্ধই হয় তাহলে পদ্মলোচন নাম রাখলেই কি কলঙ্ক মোচন হয়ে যেত? ব্যক্তি বিশেষের দোষ আজ যত বড় বলে প্রতিপন্ন হোক না কেন—সমগ্র mankind ও মানবতা এর জন্য কম দায়ী নয়। শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শুধু অনুশাসন দিয়ে মানুষ আজ শাসন করা যাবে না। ঐটুকু কাঠামোর ওপর নির্ভর করেই এই নাটকটির আমি ভিত্তি রচনা করেছি; বাকীটুকু পাঠকদের বিচার্য্য।

এই নাটকটির মদ্রণ ব্যাপারে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রী ........ .............. মহাশয় আমায় আশাতীত সাহায্য করেছেন; এজন্য তাঁর নিকট আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। নাটকের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক; চরিত্রগত অথবা প্রকৃতিগত মিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬০
গিরিডি
( হাজারীবাগ )

[signature]

# চরিত্র

প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি—রিটায়ার্ড প্রফেসর।

মিঃ অশোক মিত্র—সাবিত্রী দেবীর স্বামী ও লীনার পিতা।

অরুণ মুখার্জ্জি—ধনী যুবক ও শশাঙ্কর বন্ধু।

পার্থ—জমিদার পুত্র ও শশাঙ্কর বন্ধু।

মিঃ তপন রায়—Bar-at-law.

কুবের মুখার্জ্জি—শুভ্রার দাদা।

অলক ব্যানার্জ্জি—আধুনিক ধনী যুবক ; শশাঙ্কর সহপাঠী।

শশাঙ্ক বসু—অলকের সহপাঠি।

গরীবদাস ঘুটঘুটিয়া—অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী ও সিনেমা মালিক

গদাই—অরুণের পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য।

বেয়ারা ইত্যাদি

সাবিত্রী দেবী—লীনার মাতা।

লীনা—সাবিত্রী দেবীর কন্যা।

মনীষা—শশাঙ্কের আশ্রিতা।

শুভ্রা—কুবেরের ভগ্নী।

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ অরুণ মুখার্জ্জির সুসজ্জিত ড্রইং রুম, ড্রইং রুমটী দেখিলে গৃহস্বামীর রুচি ও সঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়, ঘরের ভিতর একজন যুবক বসিয়াছিল—বয়স ৩০ হইবে, দেখিতে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান,—নাম শশাঙ্ক। এক কাপ চা লইয়া গদাই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ]

শশাঙ্ক। (চা পান করিতে করিতে) অরুণ, আজও ফিরলো না; দিন পনের হোল,—একটা চিঠি অন্তত দেওয়া উচিৎ ছিল—কি বলিস?

গদাই। আমি আর কি বলবো বাবু? আপনারা জানেন তেনার বন্ধু—বিচার করে দেখুন।

শশাঙ্ক। তা সে কি ছেলেমানুষ, গদাই? আমরা কি ক'রবো—বল?

গদাই। আপনারা বুঝিয়ে বলে একটা রাঙা টুকটুকে বউ এনে দিন। বৌমা এসে সব বুঝে পেড়ে নিক।

শশাঙ্ক। বিয়ের নাম শুনলে সে কি রকম রেগে ওঠে তা ত' তুই জানিস গদাই।

গদাই। তাই বলে কি বাপের টাকাগুলো এমনি ভাবে উড়িয়ে দেবে?

শশাঙ্ক। কিন্তু সে যদি না শোনে ত আমরা কি ক'রবো?

গদাই। সে বাড়ী আসুক,—আমিই একটা হেস্তনেস্ত করচি; বিয়ে ক'রে সংসারী হয় ভাল—নইলে এ বাড়ীতে কাজ আর আমি ক'রবো না।

শশাঙ্ক। কেন,—আবার কি হোল ?

গদাই। আর বাকী কি আছে ?—চারদিন হোল একজন মেয়েছেলে ছোট একটা ছেলে নিয়ে হাজির হ'য়েছেন ; বলে খোকাবাবুর সঙ্গে তাঁর নাকি বিশেষ দরকার আছে !

শশাঙ্ক। বলিস কি গদাই ?

গদাই। মাথায় সিঁদুর পর্য্যন্ত নেই—কোলে অথচ ছোট ছেলে,—তার ওপর খোকাবাবুর সাথে বিশেষ দরকার। এখন আমি কি করি বলত বাবু ?

শশাঙ্ক। না জেনে শুনে জায়গা দিলি কেন ?

গদাই। দিলু কি সাধে ? বল্লে আশ্রয় না দিলে ছেলেটা মারা যাবে ; ভাবলাম দুচার দিন জায়গা দিলে একটা জীবন যদি রক্ষে হয়—হোক ; যাই একবার গয়লা বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

শশাঙ্ক। কেন ? গয়লা বাড়ী কেন ?

গদাই। একটু দুধের বন্দোবস্ত করতে হবে না ? জোলো দুধ খাইয়ে ত ছেলেটাকে চোখের সামনে মেরে ফেলতে পারি না !

শশাঙ্ক। যাক্—তাহলে বেশ একটা কাজ পেয়েছিস—কি বলিস ?

গদাই। কি আর করি বাবু ? ভগবানের জীব—আশ্রয় যখন দিলাম, তখন দিনকতক বেগার দিতে হবে বৈকি !

[ প্রস্থান

শশাঙ্ক। তাইত ! ছোটছেলে নিয়ে মেয়েছেলে আবার কে এল ? মনীষার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় ত !

[ এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল শুক্লা, বয়স ২০।২৫ হইবে, দেখিলেই সুন্দরী বলা চলে ]

শুক্লা। নমস্কার !

শশাঙ্ক। ( সচকিত ভাবে ) নমস্কার !

শুক্লা। আপনি এসেছেন শুনেছি কিন্তু ছেলেটাকে শান্ত না ক'রে আসতে পারি নি,—তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

শশাঙ্ক। না,—না,—এর জন্য কৈফিয়ৎ কেন ? আপনি যে এ বাড়ীতে আছেন এ কথাটা আমি একটু আগে মাত্র জানতে পেরেছি। আপনি অরুণের আত্মীয়া হন ?

শুক্লা। পথ চলতে যেটুকু আত্মীয়তা হওয়া সম্ভব—সেইটুকু !

শশাঙ্ক। আপনি একা এসেছেন ?

শুক্লা। বলেছি ত—সঙ্গে ছোট ছেলে আছে।

শশাঙ্ক। কিন্তু অরুণ আজ পনের দিন তো ফেরেনি।

শুক্লা। শুনেছি ; এত বড় পৃথিবীতে মানুষ যে চিরকাল এক জায়গায় বসে থাকবে এর কোন মানে আছে ? তাছাড়া অর্থের অভাব নেই—পনের দিন কেন—পনের মাসও তিনি বাইরে কাটাতে পাবেন।

শশাঙ্ক। স্বীকার করি ;—কিন্তু উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ান সুস্থ মনের পরিচয় দেয় না।

শুক্লা। তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি আপনাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ? তাছাড়া একজনের মত বা পথের সঙ্গে অন্যেরও যে মিল হবে এ আশা করাই ভুল।

শশাঙ্ক। অরুণের মতবাদ সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে দেখছি ; কিন্তু সে মতকে প্রশ্রয় দেবার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না।

শুক্লা। এজন্য আমি একটুও দুঃখিত নই ; মুহূর্তের পরিচয়ে যারা অন্তরের

ভক্তি বা শ্রদ্ধা খরচ ক'রে ফেলে—তাদের মতামতের মূল্য কিছু নেই।

শশাঙ্ক। কেন? মানুষ কি মানুষকে এক মুহূর্ত্তে চিনতে পারে না?

শুক্লা। পারে—কিন্তু চোখ থাকা চাই!

শশাঙ্ক। আমি ত অন্ধ নই!

শুক্লা। আমি বাইরের চোখ দুটোর কথা বলছি না; মানুষ চিনতে হলে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই; অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে মানুষ চিনতে পদে পদে ভুল হবে।

শশাঙ্ক। আমার সে অভাবটা কি কয়েক মুহূর্ত্তেই ধরে ফেলেছেন?

শুক্লা। না; অভাব আছে এ কথা আমি বলিনি; মানুষের স্বভাবের কথা বলেছি; ভুল বোঝা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে; প্রতিটি মানুষ ভুলে ভর্ত্তি;—তাই ভুলের কষ্টিপাথরে অন্যকে যাচাই করতে গিয়ে ভুলই শুধু চোখে পড়ে!

শশাঙ্ক। হুঁ! কতদিন থাকবেন?

শুক্লা। জানি না; অরুণবাবুর সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে; দেখা হবার পর বেশীদিন বোধ হয় থাকবো না।

শশাঙ্ক। কোথায় যাবেন?

শুক্লা। কিছুই স্থিরতা নেই; নিয়তি আমায় যেখানে টেনে নিয়ে যাবে—! বড় অনিশ্চিত আমার জীবন! নির্দ্দিষ্ট রূপ দিতে চাই—কিন্তু পারি না; এমনও হতে পারে—আজকের এইটুকু পরিচয়ের সূত্র ধরে একদিন আপনার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পারি।

শশাঙ্ক। খুব খুশী হব,—যাবেন?

শুক্লা। না,—না,—এত সহজেই খুশী হবেন না, যারা অল্পে খুশী হয় তারা বিনা কারণে বিরূপ হয়ে ওঠে।

শশাঙ্ক। একথাব জবাব আজ আমি দেব না, এই নিন—এতে আমাব ঠিকানা লেখা আছে।

( নিজের পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া দিল )

শুক্লা। ধন্যবাদ। কিন্তু একটি অপবিচিতাকে আশ্রয় দিতে এত ব্যাকুলতা কেন ?

শশাঙ্ক। ভয হচ্ছে ?

শুক্লা না,—ভয নয, জীবনে পথকে যাবা স্বীকাব কবে নিযেছে তাদেব ভয থাকা উচিৎ নয, তবে ভাবনা হয বৈকি ! ভাবনা হয়, দীর্ঘ এ পথ কেমন কবে,—কি ভাবে পাড়ি দেব।

শশাঙ্ক। পথও ঠিক ঐ কথা ভাবে; সে ভাবে—"বুকে যদি চিহ্নই না প'ড়লো তাহলে সার্থকতা কি ?" পদচিহ্নহীন বিশাল অবণ্যেব বুকে বনমর্ম্মব তাই আপনাব মতই ব্যাকুল হযে কেঁদে বেড়ায। উত্তপ্ত মরুভূমি তাই তপ্ত শুষ্ক বুকে নিযে আকাশেব পানে চেয়ে থাকে। পদচিহ্নহীন অবণ্যানীব এ ব্যথা শুধু একজনই বুঝতে পাবে। তাই মরুভূমিব বুকে "ওযেসিস"-এব সৃষ্টি। অবণ্যানীব বুকে লুকান থাকে কত বনৌষধি। নানান পাখীব গান। এ শুধু পথিককে প্রলুব্ধ কববাব জন্য ! পথ ও পথিক দুজনেই সমব্যথী।—আপনাব নাম ?

শুক্লা। শুক্লা।

শশাঙ্ক। চমৎকাব নাম আপনাব।

শুক্লা। কবিব চোখে সবই সুন্দব, কিন্তু নামেব তুলনায মানুষটা কি এতই অবহেলাব ?

শশাঙ্ক। আজকেব সন্ধ্যাকাশে বর্ষণোন্মুখ ঐ মেঘগুলোব দিকে চেয়ে

কালিদাসকে মনে পড়ছিল ;—কিন্তু আপনি যখন হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়ালেন—বিদ্যাপতিকে মনে পড়ে গেল—(সুর করিয়া)

"যব গোধুলি লগন বেলী
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পাশরি গেলি"

আপনাকে আমার ঠিক তাই মনে হয়েছিল।

শুক্লা। আপনার চোখ আছে।

শশাঙ্ক। কবি যখন—চোখ থাকা উচিৎ ;—তবে অন্তর্দৃষ্টি আছে কিনা সময় এলে পরিচয় পাবেন। আচ্ছা—নমস্কার !

[ প্রস্থান ]

[ শুক্লা কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল—পরে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল ;—পরমুহূর্ত্তে প্রবেশ করিল অরুণ মুখার্জ্জি, বয়স ৩০ হইবে—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা ]

অরুণ। গদাই ! গদাই !

( গদাইয়ের প্রবেশ—হাতে একটি পাত্র )

বলি, কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল নবাব পুত্তুরের ? ডেকে ডেকে সাড়াও পাওয়া যায় না ; জিনিসগুলো ট্যাক্সি থেকে নামিয়েছিস ?

গদাই। না,—তা নামাব কেন ? তোমার হুকুমের পিতিক্ষে করছিলাম।

অরুণ। তোর হাতে ওটা কিরে ?

গদাই। থাক,—থাক্ ; বাড়ীতে থাকনা,—জানবে কি করে ? সারা বাজার ঘুরে এইটুকু খাঁটি দুধ ....ম।

অরুণ। আফিংএর মাত্রাটা বুঝি দিন দিন বাড়িয়ে চলেছিস ?

গদাই। হুঁ,—তুমি ত শুধু আফিং খেতেই দেখ ! ছোটছেলে নিয়ে একজন মেয়েছেলে আজ চার দিন হোল হাজির হয়েছে ; তোমার সাথে নাকি ভয়ানক দরকার। আচ্ছা ঝকমারি হয়েছে আমার।

অরুণ। মেয়েছেলে !—ছোট ছেলে নিয়ে,—আমার বাড়ী ? এ যে রীতিমত আরব্য উপন্যাস আরম্ভ করে দিলি ! পনের দিন পরে বাড়ী ফিরলাম এই কি তোর তামাসা করবার সময় হোল ? নাঃ—নেশাটা দেখছি সন্ধ্যে থেকেই বেশ জমাট বেঁধেছে তোর।

গদাই। তামাসা নয়,—সত্যি কথা বলেছি দাদাবাবু।

অরুণ। বলি আমার বাড়ীটা অতিথিশালা,—না ছোট ছেলেদের হাঁসপাতাল গদাই, যে এলেই জায়গা দিতে হবে ? কোথায় আছেন তিনি ?—দেখছি না যে ?

গদাই। ফিরে এসেচো বোধ হয় জানতে পারেন নি।

অরুণ। কেন ? আমি ত চোরের মত চুপিচুপি বাড়ী ঢুকিনি ! রীতিমত সোরগোল করে বাড়ীতে ঢুকেছি।

গদাই। তবে হয়ত ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন ; আমি ডেকে দিচ্ছি।

অরুণ। থাক গদাই ;—অনেক দয়া করেছ—এখন সামনে থেকে দূর হয়ে যাও ; কোথাকার কে—তার জন্য যেন ঘুম হচ্ছে না !

[ গদাইয়ের প্রস্থান ও শুক্লার প্রবেশ

শুক্লা। নমস্কার !

অরুণ। আরে,—শুক্লা !—তুমি ?

শুক্লা। হ্যাঁ—চমকে উঠলে যে ?—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি।

অরুণ। তা একা এলে যে ?—খোকার বাবাকেও সঙ্গে আনা উচিৎ ছিল ; অতিথি সৎকার করে পুণ্য সঞ্চয় করে নিতাম।

শুক্লা। যদি বলি,—তিনি সামনেই বসে আছেন ?

অরুণ। মানে ?—অয়ি রহস্যময়ী ! দয়া কবে সত্য কথা বল।

শুক্লা। এত ব্যস্ত কেন ?

অরুণ। এতেও যদি ব্যস্ত না হই, তাহলে হব কিসে শুক্লা ?

শুক্লা। সব কথা পরে শুনলেও চলবে ; কতদিন পরে দেখা—দুটো ভাল করে কথা বলবে—তা নয়, বিচারকেব মত কৈফিয়ৎ নিতে সুরু ক'বেছো ' তুমি যে পনেব দিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলে তার কারণ কি—শুনি ?

অরুণ। কারণ হোল মনীষা ! হঠাৎ স্থির হোল দেওঘব যেতে হবে—তাই বার হয়ে পড়লাম।

শুক্লা। বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া উচিৎ ছিল ; তোমার বন্ধু শশাঙ্কবাবু এসেছিলেন ; তোমার খবর না পেয়ে দেখি তিনি যেন একটু চিন্তায় পড়ে গেছেন !

অরুণ। উহুঁ ! কথাটা ঠিক হোল না শুক্লা ! আমাব মনে হয় তোমায় দেখে সে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ;—রাত্রে তার ঘুম হ'লে হয় !

শুক্লা। আমি কিন্তু তোমার ঘুমের কথা ভাবছি ; তোমার bed-room টা আমি দখল করে বসে আছি।

অরুণ। অন্য ঘরে একটা বন্দোবস্ত করে নেব।

শুক্লা। কেন ? ঐ ঘরে আপত্তি আছে ?—ভয় হচ্ছে ?

অরুণ। না,—না,—ভয় নয় ; নিজেকে অসহায় বলে মনে হচ্ছে ; নিজের চরিত্র সম্বন্ধে মনে মনে একটু গর্ব্ব ছিল শুক্লা ! তোমার

কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে বুঝতে হবে মহাভারতের যুগ ফিরে এসেছে। ছেলের নামটা "কর্ণ" রেখো।

শুক্লা। এত ভয় কেন?

অরুণ। তুমি একা থাকলে ভয়ের কথা উঠতো না; সঙ্গে একটি সদ্যজাতকে নিয়ে এসেছ যে!

শুক্লা। কেন—সহ্য হচ্ছে না?

অরুণ। অসহ্যের কথা নয় শুক্লা! তোমার আমার মাঝখানে ছোট একটি শিশুকে ঠিক মানায় না; কারণে অকারণে ঐ একটা রক্তমাংসের স্তূপ—হয় কাঁদবে কিংবা হাসবে—এ যেন আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

শুক্লা। তবে কি সহ্য হয়—শুনি?

অরুণ। প্রেয়সী হয়ে থাক,—সেইটুকু হয়ত বা সহ্য করতে পারি।

শুক্লা। বাঃ! দেওঘর থেকে রীতিমত কবি হয়ে ফিরে এসেছো তুমি!

অরুণ। এর জন্য দেওঘর দায়ী নয়,—দায়ী মনীষা!

শুক্লা। আচ্ছা—এখন খেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত শোবে চল; ঘুম না আসা পর্য্যন্ত আমি বসে গল্প করবো; মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। আপত্তি আছে?

অরুণ। আছে,—প্রথম আপত্তি ঘুমের ব্যাঘাত হবে!

শুক্লা। তাহ'লে জেগে থাকবে; প্রতিদিন ঘুমতে হবে,—এমন কোন নিয়ম বাঁধা আছে?

অরুণ। তাহলে দ্বিতীয় আপত্তি—মাথায় হাত দিলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগে শুক্লা! এই রকম অস্বস্তি নিয়ে সারারাত যদি অনিদ্রায় কাটাতে হয় তাহলে স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হবে।

শুক্লা ওঃ! তুমি কি দেওঘরে মনীষার কাছে স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়ছিলে? একটা রাতের অস্বস্তি আর অনিদ্রায় স্বাস্থ্যটা যদি একান্তই ভেঙ্গে পড়ে,—তাহলে মনীষাকে সঙ্গে করে আবার দেওঘরে চেঞ্জে চলে যে··!

অরুণ। অনেকদিন পরে তোমার এই ধরণের কথাগুলো সত্যি বলছি,—ভয়ানক ভাল লাগছে; মনে হচ্ছে—তোমায় আমি যে কোন মুহূর্ত্তে ভালবেসে ফেলতে পারি।

শুক্লা। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ—মনে থাকে যেন!

অরুণ। মাত্রা জ্ঞানের কথা আজ আর তুলো না শুক্লা! আজকের রাতটা কেমন—চোখ মেলে দেখেছো? সারা আকাশটা মেঘে ছেয়ে গেছে; মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো—মেঘের বুক জুড়ে যেন লুকাচুরি সুরু করেছে; এম্নি দিনেই মানসী প্রিয়া যদি কাজল চোখে নিমন্ত্রণলিপি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—তাহ'লে আমন্ত্রণ না জানিয়ে থাকা যায়? বর্ষনোন্মুখ ঐ মেঘ যে কোন মুহূর্ত্তে পৃথিবীর বুকে ভেঙ্গে পড়বে; অতএব তোমারও উচিৎ···

শুক্লা। তোমার বুকে জল হয়ে ভেঙ্গে পড়া,—নয়? কিন্তু এমনও হ'তে পারে,—আকাশের ঐ মেঘ আর বিদ্যুৎ আকাশেই মিলিয়ে গেল—পৃথিবীর বুকে আর নেমে এল না,—তাহলে?

অরুণ। তাহলে বুঝতে হবে—নেমে আসার পথ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে!

শুক্লা। তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝেছি; তুমি ভুল ক'রছো! অসুস্থ মন নিয়ে তুমি দেওঘর থেকে ফিরে এসেছো।

অরুণ। বেশত' প্রমাণ দাও, শুক্লা! তোমার গতি যে অব্যাহত আছে সেইটুকুই আমি জানতে চাই!

শুক্লা। প্রমাণ চাও? ঐ মেঘ যদি পৃথিবীর বুকে আজ জল হয়ে

নেমে আসে—তাহ'লে তোমায় আমি জয়মালা পরিয়ে দেব।

অরুণ। এখনও ভেবে দেখ শুক্লা! আকাশের ঐ মেঘ আজ আর মিথ্যে হবে না।

শুক্লা। তাহলে উৎসবের আয়োজন করো!

অরুণ। এখনও ভেবে দেখ দুঃসাহসিকা! শেষে পিছন পানে চেয়ে লজ্জায় দাঁড়িয়ে পড়বে না ত?

শুক্লা। আবার সেই ইঙ্গিত?

অরুণ। কিন্তু তখন যদি মনে হয় খেয়ালের বসে তুমি অনাচার সুরু করেছো?

শুক্লা। তখন চরিত্রবান পুরুষ সিংহের মত উপেক্ষা করে চরম প্রতিশোধ নিও। উপস্থিত চাতকের মত আকাশের পানে চেয়ে চুপটি করে বসে থাক; আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই; Good-night.

[ প্রস্থান

অরুণ। You are still a dilema! চির রহস্যময়ী তুমি!

( পট পরিবর্ত্তন )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### শশাঙ্কর বাটী।

স্থান—কক্ষ। সেইদিন রাত ১০॥ টা

**[ মনীষা বসিয়া কথা কহিতেছিল; মনীষার বয়স ২০।২৫ হইবে; সুন্দরী বলা চলে! কক্ষটী আধুনিক ফ্যাসানে সজ্জিত হইলেও সঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায় না; মনে হয় মধ্যবিত্তের সংসার ]**

**শশাঙ্ক।** তোমরা যে দেওঘর থেকে এত শীঘ্র ফিরে আসবে এ আমি আশাও করিনি।

**মনীষা।** কি করি—স্থান মাহাত্ম্য অরুণবাবুকে ভীষণভাবে পেয়ে ব'সলো। দেওঘর গিয়ে তিনি শুধু ধার্ম্মিক হলেন না—চেঞ্জের জায়গা বলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও ভীষণ সংযমী হয়ে উঠলেন।

**শশাঙ্ক।** কিন্তু সংযমই যে স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র পন্থা নয়—সে কথাটা তুমি তাকে বুঝিয়ে দিলে না কেন?

**মনীষা।** কথাটা ঠিক হোল না; স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংযম দরকার এ কথা আমিও স্বীকার করি; আমিও বলেছিলাম,—নির্লিপ্ততা হ'ল আত্মনিগ্রহ!

**শশাঙ্ক।** সে কথা শুনে অরুণ কি বললে?

**মনীষা।** বললেন,—সংযম সম্বন্ধে গীতায় কিছু লেখা আছে, কিন্তু নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে হলে—ভাগবতখানা একবার পড়া দরকার; শুধু যদি সংযমী হতেন—ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এড়িয়ে চলাটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল; মনে হোত উনি খাদ্য—আর আমি বুঝি খাদক!

**শশাঙ্ক।** কিন্তু যাবার সময় ত উৎসাহের অন্ত ছিল না!

মনীষা। উৎসাহকে আন্তরিকতা বলে ভুল হয়েছিল বলে এত শীঘ্র ফিরে আসতে হোল ; আচ্ছা,—ভাগবতে নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে ?

শশাঙ্ক। ভাগবত সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান—তাতে মনে হয় দণ্ডবৎ ছাড়া অন্য কোন উপদেশ তাতে লেখা নেই।

মনীষা। তাহলে আশা আছে, আমার প্রশ্ন ছিল নির্লিপ্ততা। ভাগবতে যদি সে কথা লেখা না থাকে, তাহলে অরুণবাবুকে হার স্বীকার করতে হবে।

শশাঙ্ক। ভাগবতে না পাওয়া যায়—চৈতন্যচরিতামৃতকে যে টেনে আনবে না—তারই বা নিশ্চয়তা কি ?

মনীষা। চৈতন্যচরিতামৃত। বেশ নাম ;—পড়লে নিশ্চয় জ্ঞান হয়—কি বল

শশাঙ্ক। আমার ধারণা ঠিক উল্টো। পড়লে জ্ঞান হয় সত্য—কিন্তু সে জ্ঞান হোল—অলৌকিক, পারলৌকিক আর অপার্থিব জ্ঞান।—পৃথিবীটা মনে হবে শুধু মায়া। সেখানে কামিনী কাঞ্চনের চিন্তাও অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মনের দরজা জানালাগুলো বাধানিষেধের প্রাচীর তুলে এমনভাবে বন্ধ করে দিতে হবে যে কামিনী-কাঞ্চনের ছায়াও যেন না পড়ে. এখন এসব কথা থাক !—পার্থ সম্বন্ধে তোমার মন কি বলে ?

মনীষা। দাঁড়াও,—তুমি যে রেসের ঘোড়ার মত আমায় দৌড় করাতে চাও ! কিছুদিন rest-এর দরকার ;—নইলে win করবো না,—place পাওয়া ও কঠিন হ'য়ে দাড়াবে।

শশাঙ্ক। কিন্তু পার্থও জমিদার—একথাটা যেন ভুলে যেও না !

মনীষা। কিন্তু পিতা বর্ত্তমান—এ কথাটা ভেবে দেখেছো ? তা ছাড়া

পার্থর পিতা শুনেছি,—গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত—এমন কি মোহমুদ্গর পর্য্যন্ত পানিনি-মুগ্ধবোধের সূত্র ধরে শেষ করে বসে আছেন।

শশাঙ্ক। যে ছেলের বাপ ভাগবত-গীতা পড়ে, তাদের ছেলেরাই আধুনিক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে; আধুনিক সাহিত্যেই তাদের আন্তরিকতা দেখা যায়;—আর যদি কেউ পিছন পানে চায়—দেখবে তাদের সামনে বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নেই। যে শাস্ত্রের মূলমন্ত্র হোল পরকীয়া প্রেম—সেই শাস্ত্র নিয়ে তারা মশগুল হয়ে থাকে।

মনীষা। আচ্ছা—এমন কেন হয়?

শশাঙ্ক। Reaction মনীষা! অহেতুক আত্মনিগ্রহের ফল,—আত্ম-বিলাস!

মনীষা। কিন্তু পার্থকে নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। বয়সে সে হয়ত আমারই সমবয়সী হবে—তাই তাকে যেন স্নেহ করতে ইচ্ছে হয়।

শশাঙ্ক। বয়সটা শুধু দেখলে মনীষা? বয়সের তুলনায় সে অনেক জ্ঞানী; স্নেহ কিংবা ভালবাসা যাই দাও না কেন—ওরা মাথা পেতে নেবে; ভোগপুষ্ট দেহ ওদের যত বেশী সচেতন, মনটা সেই অনুপাতে অসাড় হয়ে আছে। দুর্ব্বল মন নিয়ে চলাফেরা করে বলে, কি পেল বিচার করে দেখে না; সামান্য কিছু পেলেই ওরা খুশী। সামান্য একটু হাসি—তা সে বাসি বা টাটকা হোক—কিছু এসে যাবে না। আর শিশু হয়ে আগুনে যদি হাত দিতে চায়—আগুন তাহলে ক্ষমা করবে না!

মনীষা। আমার কিন্তু এ জীবন একটু ও ভাল লাগে না;—জানি না এর শেষ কি ভাবে হবে! মনটা মাঝে মাঝে যেন বিদ্রোহী ওঠে!

শশাঙ্ক। Don't be sentimental! একবার sentimental হয়ে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে উঠছিল;—সে কথা এত শীঘ্র ভুলে যেও না মনীষা!

মনীষা। জানি,—আত্মহত্যার পাপ থেকে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে।

শশাঙ্ক। আমায় ভুলে যেও—ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্য সে প্রবৃত্তি জেগেছিল সে কথা যেন ভুলে যেও না!

মনীষা। জীবনে একবার ভুল হয়েছিল বলে কি সারা জীবন ভুল করে যেতে হবে?

শশাঙ্ক। ভুলের প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, মনটাকে পাথরের মত শক্ত করে নিতে হবে।—কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে মনীষা!

মনীষা। আগেকার সে জীবন কি ফিরে পাওয়া যাবে না?

শশাঙ্ক। আত্মবিশ্বাস যদি থাকে—চেষ্টা করে দেখ! লোকে কিন্তু তোমার অত বড় ভুলকে কোনদিনও ক্ষমার চোখে দেখবে না। পূর্ব্ব-জীবনের কথা যখন উঠলো তখন আমারও কিছু বলার আছে। সে জীবন যদি তোমার কাছে এতই আদর্শনীয় ছিল—তাহলে পথভ্রষ্ট হলে কেন মনীষা? অমন ক্ষমাশীল স্নেহময় দার্শনিক পিতার জীবনদর্শনও তোমায় ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না! জান মনীষা, ভিন্নমুখী একটা বিরাট শক্তি—সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে বলে ওৎ পেতে বসে আছে! Call of the flesh ও

মনীষা। বুঝি সব; যা ফেলে এসেছি তাকে খুঁজতে যাওয়া ভুল! তবুও মনটা মাঝে মাঝে এমন কেন হয় বুঝতে পারি না।

শশাঙ্ক। যা বুঝতে পার না তা নাই বা বুঝলে! বর্ত্তমানকে বড় করে দেখ; অতীত তোমার চির অন্ধকারে ডুবে থাক। আচ্ছা, আমি শুতে চলি—তুমিও বিশ্রাম কর; ঝড় বাদলের দিনে আমার চোখে যেন রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হয়। Good night

[ প্রস্থান ]

মনীষা। ( স্বগত ) আমার বর্ত্তমান!—কে?

নেপথ্যে। আমি পার্থ—

মনীষা। কপাট খোলা আছে।

( পার্থের প্রবেশ )

পার্থ। আজ সন্ধ্যায় খবর পেয়েছি তুমি ফিরে এসেছো মনীষা!

মনীষা। সন্ধ্যার সময় খবর পেয়েও এত দেরী করে এলে?—রাত প্রায় ১২টা বাজে—

পার্থ। মনে করেছিলাম আসবো না।

মনীষা। কেন?—আমি কিন্তু সন্ধ্যা থেকে তোমার আশায় বসে আছি!

পার্থ। তুমি আমায় না জানিয়ে দেওঘর চলে গেলে মনীষা?

মনীষা। ঐটুকু অপরাধের জন্য কি রাগ করতে আছে? ছিঃ! ছেলেমানুষের মত রাগ-অভিমান ক'রো না; তুমি আমায় তিরস্কার করো—সহ্য হবে; কিন্তু তোমার ছেলেমানুষী দেখলে মনের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে! তোমার ছেলেমানুষী আমায় লজ্জা দেয় পার্থ!—আমায় সঙ্কুচিত করে তোলে!

পার্থ। আচ্ছা—আর আমি কিছু ব'লবো না; কত নালিশ নিয়ে এসেছিলাম, তোমায় দেখে সব ভুলে গেলাম মনীষা!

মনীষা। মনে পড়ে পার্থ—গত বছরে ঠিক এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ? সেদিনও আকাশে ছিল এম্নিধারা মেঘ—তারপর নামলো বৃষ্টি ! আজও দেখছি সেইরকম মেঘ ক'রে এসেছে ।

পার্থ। কিন্তু জল বোধহয় হবে না মনীষা ! ঝড় সুরু হ'য়েছে—মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ।

মনীষা। পার্থ ! মানুষ যা চায় তা কি পায় ?

পার্থ। বড় কঠিন প্রশ্ন মনীষা ! সমস্যার কথা এখন থাক ; জীবনে সমস্যা ত আছেই ।

**( এমন সময় দূরে পেটা ঘড়ীতে ২টা বাজিয়া উঠিল )**

পার্থ। উঃ ! রাত যে দুটো বেজে গেল মনীষা !

মনীষা। ঘুম পাচ্ছে তোমার ? এস, আমার কাছে স'রে এস ; আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়, ঘুম এলে ঘুমিয়ে প'ড়ো।

**( পার্থ উঠিয়া গিয়া মনীষার কাছে শুধু বসিয়া রহিল )**

পার্থ। মনীষা !

মনীষা। বলো !

পার্থ। মনীষা !

মনীষা। কি বলো। সঙ্কোচ কেন পার্থ ?

পার্থ। দিনের বেলায় তোমায় আমি দেখেছি ; কিন্তু সেই তুমি—রাতের বেলায় যখন দেখি তখন যেন তোমায় আমি চিনতেই পারি না ; তোমাকে আরও রহস্যময়ী বলে মনে হয়।

মনীষা। আমি এত কাছে রয়েছি তবু তুমি চিনতে পারছো না ?

পার্থ। চিনতে পারছি মনীষা—কিন্তু বুঝতে পারছি না ! রাতের

আলোতে ঐ দুটো কালো চোখে কি ভাষা যে ফুটে ওঠে তা আমি আজও বুঝতে পারিনি!

মনীষা। এ কি বলছো পার্থ ?

পার্থ। সত্যি বলছি মনীষা! রাত্রে যখন তোমায় দেখি তখন মনে হয় তুমি যেন সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র জীব! দিনের বেলায় দূরে থাকলেও মনে হয় তুমি যেন কাছে টানছো; কিন্তু রাতের বেলায় এত কাছে থেকেও মনে হয়—তুমি যেন অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছ।

মনীষা। কিছু অসুবিধা হ'চ্ছে পার্থ? বাড়ী যেতে চাও?

পার্থ। না,—না-তুমি বুঝতে পারছো না মনীষা। একি,—তুমি কাঁদছো? দিনের বেলায় যে চোখে অত ভ্রুকুটি খেলে বেড়ায়—রাত্রে সে কি এম্নিধারা জল হয়ে ঝরে পড়ে মনীষা?

মনীষা। না,—না-তুমি শুয়ে পড়ো পার্থ। আমি অনেক চেষ্টা করি—তবু তোমায় খুসী করতে পারি না। আমায় অবহেলা করো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার চোখের জলকে অপমান ক'রো না। ঐ টুকুই আমার শেষ সম্বল,—পার্থ!

পার্থ। ছিঃ—মনীষা! তোমায় আমি অবহেলা কর্ব্বো? তোমায় করবো অপমান?

মনীষা। হয়ত' তোমাকে আমি হারাব; কিন্তু সরে যদি যাও—ভুল করে সব দোষ আমার মাথাতে দিয়ে যেও না! এইবার শুয়ে পড়ো পার্থ!

**( পার্থ অসহায়ের মত শুইয়া পড়িয়া একদৃষ্টে মনীষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল )**

মনীষা অমন করে কি দেখছো পার্থ? না, না,—রাতের বেলায় অমন ক'রে দেখো না—বড় ভয় করে! দিনের বেলায় বেশ থাকি;

কিন্তু রাত যত নিঝুম হ'য়ে আসে—কে যেন বুকের ভিতর কান্না সুরু করে দেয় !—উঃ !

পার্থ। মনীষা ! কে কাঁদে ? কেনই বা কাঁদে ?

মনীষা। আচ্ছা, আর আমি কিছু বলবো না ; এবার তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত চোখ বুজে শুয়ে পড়ো পার্থ ! Please,—for heavens sake, কথা রাখ, পার্থ !

( পার্থ মন্ত্র চালিতের মত মনীষার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ; কিছুক্ষণ এইভাবে দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল )

মনীষা। ( মৃদুস্বরে ) পার্থ ! পার্থ ! পার্থ ! না—এবার সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছে, বেচারী ! ভগবান ! তোমার ওই বিরাট অন্ধকারের মাঝে একটু স্থান দাও প্রভু !

( মনীষা সন্তর্পনে উঠিয়া কক্ষের আলো নিভাইয়া দিল ! ঘরের ভিতর একটি dim-light শুধু জ্বলিতে লাগিল ; মনীষা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল )

( পট পরিবর্ত্তন )

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ড্রইং রুম। পরদিন—সকাল।

( ঘরের ভিতরে শুক্লা একা বসিয়া গান গাহিতেছিল )

### গান

( তুমি ) লুকিয়েছিলে প্রাণের মাঝে দেখতে তোমায় পাইনি
আমি খুঁজেছি গো সকল দিশি, আপন পানে চাইনি ॥
আবার তুমি আসবে কবে
জানিনা গো জানিনা যে,
তুমি ডেকে ডেকে গেছ ফিরে, অভিমান কি হয়নি ॥
তোমায় আমি পাব ব'লে
ডুবেছিলাম কোলাহলে
তুমি আমায় ডাক দিয়েছ, শুনতে আমি পাইনি ॥
মিছে আমার দিন কেটে যায়
তোমায় পাওয়া হোল না হায়
ওগো—চির-চাওয়া মোর,—
আমার সকল গ্লানি মুছিয়ে দিও, আঘাত হানি হানি ॥

( গানের শেষে অরুণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

অরুণ। সকাল থেকেই গান সুরু ক'রেছ ? হঠাৎ এত বেশী আনন্দ কেন শুক্লা ?

শুক্লা। আনন্দ যখন হঠাৎ আসে তখনি মদের মতই উপ্‌চে পড়ে।

অরুণ। আমি উত্তর চাইছি,—কবিত্ব চাইনি ! সহজ ও সরলভাবে উত্তর দিলেই খুসী হব ; এত ফেনান কেন ?

শুক্লা। রস মাত্রই ফেনিল! ফেনাইত বদ্ধ জলাশয় কি নজরে পড়ে? সোডা থেকে স্বরু করে ফেনাইত শ্যাম্পেন তার উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়; সামান্য সূত্র ফেনাইত হযেই বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন রচিত হয়েছে! সফেন অন্নই বেশী পুষ্টিকারক! অথচ তোমার ভাল লাগে না কেন বুঝি না!

অরুণ। তোমার রসতত্ত্ব ও রসিকতা একটু থামাবে শুক্লা?···রসনাকে সংযত ক'রবে?

শুক্লা। আমি কি বাকসিদ্ধ হ'তে চেয়েছি যে উপদেশ দিচ্ছ?

অরুণ। তাই বলে বাচালতা করবে?

শুক্লা। বাচালতা! তোমার মত ছেলেমানুষের সঙ্গে? শুনলে ত' হাসি পায়!

অরুণ। ছেলেমানুষ ভেবেই কি কাল রাত্রে তুমি "কুড়িয়ে পাওয়া রূপকথা" শুনিয়েছিলে?

শুক্লা। শুধু ছেলেমানুষ ভেবে নয়—মানুষ ভেবে সত্য কথাই বলেছিলাম।

অরুণ। কিন্তু মিথ্যার জয় কোনদিনও হয় না শুক্লা!

শুক্লা। জানি; আমিও চাই সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক্! অনেক মিথ্যা সমাজেব বুকে জড়ো হয়েছে বলেই—মানুষ আজ কলঙ্কিত ···পঙ্গু!···কিন্তু এত জেবা কেন? বিশ্বাস করা, না করা তোমার ইচ্ছা!

অরুণ। তোমার মঙ্গল আমি চাই শুক্লা! তোমায় আমি ভালবাসি! তোমায় আমি সাহায্য ক'রতে পারি।

শুক্লা। ছেলেমানুষের আবার—ভালবাসা!! দুর্ব্বলের আবার সাহায্য!!

অরুণ। আমায় যদি দুর্ব্বল আর ছেলেমানুষ বলেই মনে করো, তাহলে এসেছিলে কেন?

শুক্লা। দেখতে এসেছিলাম তোমার ছেলেমানুষী রোগ সেরেছে কি না! দেখতে এসেছিলাম—যে ছেলেমানুষ একদিন পাহাড়ী নদীর ধারে শাল-মহুয়ার বনে ব'সে আবোল তাবোল শুনিয়েছিল—তার বয়সটা বাড়লো কি না! তুমি বড় হয়ে উঠবে এই আশা নিয়ে আমি দু'বছর দিন গুনেছি; কিন্তু এসে দেখলাম তুমি আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ!

অরুণ। কিন্তু ছেলে কোলে ক'রে ছেলেমানুষী দেখতে আসা তোমার ভুল হয়েছে শুক্লা!

শুক্লা। অপরাধী কি বামাল সমেত নিজে এসে পুলিশের কাছে ধরা দেয়?

অরুণ। যুক্তি বটে! খুনীও অনেক সময়ে বিচারে ছাড়া পেয়ে যায়; কিন্তু তাই বলে কি সে গুণী বলে দাবী করতে পারে শুক্লা?

শুক্লা। ছেলেমানুষের মত কথা ব'লো না; দাবী কিছু জানিয়েছি? কেন মিছে মাথা খারাপ করছো? আমি আজই চলে যাব।

অরুণ। তোমায় আমি চলে যেতে বলিনি—শুক্লা!

(নেপথ্যে) অরুণ! অরুণ!

অরুণ। প্রঃ চ্যাটার্জ্জি এসেছেন শুক্লা! যাঁর কথা কাল তোমায় বলেছিলাম;—মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখ এখন!

**[ শুক্লা অরুণের কথার জবাব না দিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন প্রঃ চ্যাটার্জ্জি। বয়স ৫০।৬০ হইবে; বেশভূষায় এতই উদাসীন যে পাগল বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিদ্বান বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ]**

প্রঃ চ্যাটার্জ্জি। তুমি ফিরে এসেছ দুষ্টু ছেলে?

অরুণ। বসুন স্যার! নমস্কার!

চ্যাটার্জ্জি। হাঁ—নিশ্চয় ব'সবো। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাই। এই পনেরদিন তুমি কোথায় গিয়েছিলে, বলত? খবর পর্য্যন্ত দিতে নেই? no,—no,— it is bad, অরুণ।

অরুণ। আপনি আমায় অবিশ্বাস করেন স্যার?

চ্যাটার্জ্জি। Why? হাঃ। হাঃ। হাঃ। you are speaking like a child। ছেলেমানুষের মত তুমি কথা বলছো অরুণ! অবিশ্বাসের কথা উঠছে কেন? অবিশ্বাস ছাড়া কি মানুষের মনে ভাবনা বা দুঃশ্চিন্তা স্থান পেতে পারে না? তোমার জন্য কত ভাবনা হয়েছিল; হঠাৎ এই অন্তর্দ্ধানের অন্তরালে কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না ত? That's all what I wanted to know, my boy।

অরুণ। আমি দেওঘর চলে গিয়েছিলাম স্যার।

চ্যাটার্জ্জি। That fine। দেশ ভ্রমণ আমি খুব পছন্দ করি অরুণ! কত' বড় আমাদের ভারতবর্ষ। অথচ কতটুকু আমরা জানি? এই ভারতবর্ষই একদিন সমস্ত পৃথিবীকে মানব সভ্যতা ও জ্ঞানের আলো দেখিয়েছিল; কিন্তু আজ? বড় দুর্দ্দিনে এসেছে। নিপীড়িত মানবাত্মার চাপা দীর্ঘশ্বাস তুমি দিকে দিকে শুনতে পাবে; অভাবে অনটনে একটা বিরাট জাতি আজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চ'লেছে; কবি নিচলদাসের সেই ভারতবর্ষ—"বিশ্ব ভবন পোষন কর জোই—তাকর নাম ভারত অস হোই" —আজ কোথায় গেল অরুণ?

(কথার শেষে শুক্লাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)

কিন্তু তুমি,—তুমি কে মা?

অরুণ। শুক্লা।

চ্যাটার্জ্জি। শুক্লা! অরুণের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয় তখন আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি মা! and I carry a high opinion of you.

শুক্লা। আমিও যেটুকু শুনেছি, তাতে শুধু শ্রদ্ধাই করি না; আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা হয়।

( শুক্লা পদধূলি গ্রহণ করিল )

চ্যাটার্জ্জি। Wrong interpretation শুক্লা! অরুণ,—তুমি দেখছি একদিন আমায় বিপদে ফেলবে; no,—no, you should not speak so high of me. কিন্তু তুমি ত মা আমার সঙ্গে একটা দিনও দেখা করোনি! আমার বাড়ীতে যাবে মা?

শুক্লা। ( ব্যগ্রভাবে ) যাব! আমায় সত্যিই নিয়ে যাবেন? আমি আপনার সেবা ক'রবো; আপনার সব কাজ আমি করে দেব; আমিও আপনার মতই নিঃসঙ্গ!

প্রঃ চ্যাটার্জ্জি। ( উল্লসিত হইয়া ) তুমি সত্য বলছ' মা? সত্যিই তুমি যাবে? আমি বড় খুসী হব মা!

( শুক্লাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে )

অনেক কথা বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে; তোমায় আমি সব ব'লবো। অরুণ! শুক্লা আমার কাছে যেতে চাইছে;—নিয়ে যাব বাবা!

শুক্লা। ওঁর অমত হবে না; আমার সম্বন্ধে ওঁর ধারণা আজ বদলে গেছে।

চ্যাটার্জ্জি। কেন মা?

শুক্লা। কারণ একটি শিশুকে বুকে নিয়ে আজ আমি ওঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি বলে!

চ্যাটার্জ্জি। A baby !...Mother ! Individual আজ universal রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ! বিন্দু আজ সিন্ধুতে পরিণত হলো—অরুণ ! আনন্দ কর !

অরুণ। আপনি নিয়ে যান স্যার ! শুক্লার কথায় কান দেবেন না। জীবনে পুণ্য সঞ্চয়ের সৌভাগ্য বহুবার আসে না ; আপনার সেবায় শুক্লার জীবন যেন ধন্য হয়ে ওঠে !

চ্যাটার্জ্জি। তবে চল মা !

শুক্লা। আপনি চলুন, আমি আসছি।

( প্রঃ চ্যাটার্জ্জি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন )

শুক্লা। চললাম ; সত্যকে মাঝে রেখে একদিন যেন দুজনে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতে পারি ; মতান্তর যেন মনান্তরে না দাঁড়ায় !

( কথার শেষে শুক্লা ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল )

অরুণ। ( স্বগতঃ ) ঝড়ো হওয়ার মত এসে মনের ভিতরটা তুমি বিশৃঙ্খল করে দিয়ে গেলে ! ঘুর্ণি হাওয়ার মত আবর্ত্ত রচনা করে মনের সুপ্ত উপলব্ধিকে তুমি নাড়া দিয়ে গেলে। শাণিত ছুরীর মত তোমার যুক্তি ! তুমি বিস্ময় বলেই মনের ভিতর ভিতর জিজ্ঞাসার ভীড় ! শুক্লা ! তুমি আলো—না আলেয়া ?

( হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল )

অরুণ। Yes, মনীষা ? নমস্কার !···কখন যাব ?···হ্যাঁ···নিশ্চয় যাব ; না, না, ভুল বুঝবো কেন ? হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! তা একটু করেছ ; ধর্ম্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি না করলেও চলতো ;······ না—না—বাড়াবাড়ি ক'রেছ বলে ছাড়াছাড়ি হবে কেন ? আচ্ছা,···নমস্কার !

( কথার শেষে শশাঙ্ক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

শশাঙ্ক। Good morning, অরুণ!—after a fortnight,—কি বলো? দেওঘরে কেমন কাটলো?

অরুণ। Terrible শশাঙ্ক,—terrible! মনীষা দেওঘরে পৌঁছে শুধু ধার্ম্মিক হোল' না—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভীষণ সচেতন হ'য়ে উঠলো। ভোরের বাতাসে ozone, আর প্রভাত সূর্য্যের প্রথম রশ্মির ultra-violet শরীরের পক্ষে উপকারী বলে, আমাকেও ভোর চারটের সময় ঘর থেকে টেনে বার ক'রতেন; তারপর ৬টায় বাড়ী ফিরে স্নান শেষ করে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালা আর পূজা করা;—এই করে সকাল বেলাটা কেটে যেত; সন্ধ্যার সময় ও তাই!—Oh! terrible!

শশাঙ্ক। কিন্তু আমি ত অন্য কথা শুনলাম; তুমিই নাকি ধার্ম্মিক হ'য়ে গিয়েছিলে; কা'কে বিশ্বাস করি বলত'? প্রতিবাদ করনি কেন?

অরুণ। করেছিলাম!—Ozone, ultra-violet আর পূজার প্রসাদ খেয়ে যেটুকু সময় হাতে ছিল সেটুকু সময় দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি "বাদের" ভীড়ে প্রতিবাদ আমার পাথর চাপা পড়ে যেত'!

শশাঙ্ক। না—না এত' ভাল কথা নয়,—it is bad!

অরুণ। Bad!...worst. দেখ—শশাঙ্ক, সাধারণ মানুষ যখন ধর্ম্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তখন বুঝতে হবে তার পিছনে অধর্ম্ম কিছু লুকান আছে;—তোমার কি মত?

শশাঙ্ক। (বিচলিত ভাবে) না—না—মানে মনীষার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না অরুণ!

অরুণ। পূজা ক'রলেই যদি ভগবানকে পাওয়া যেত, তাহলে পূজারী

বামুনগুলো—যারা প্রতিদিনই চণ্ডীপাঠ আর সত্যনারায়ণ ক'রে বেড়ায়—তারাই স্বর্গে যেত! তা হয় না—শশাঙ্ক! "ন মেধয়া না বহু শ্রুতেন"।—আচ্ছা—মনীষা কি তোমার আত্মীয়া হয়, শশাঙ্ক?

শশাঙ্ক। (সচকিত ভাবে) মানে? তুমি বিজ্ঞানী চোখ নিয়ে সব কিছুই বিচার করতে চাইছো অরুণ!

অরুণ। কারণ, এটা হ'ল Age of interrogation! Revaluation of value! আচ্ছা,—মনীষার মাথাব কিছু ছিট আছে শশাঙ্ক? রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে হোত সে যেন চাপা স্বরে কাঁদছে। কোন কোন দিন মনে হোত—ছোটছেলেকে যেন গুণগুণ করে ঘুম পাড়াচ্ছে! Funny শশাঙ্ক! Is she married?

শশাঙ্ক। না—না,—তা হবে কেন? মানে,—পাকিস্তান থেকে চলে আসবার সময় সকলকে হারিয়েছে বলে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে। আজ শুক্লা কোথায়? দেখছি না যে?

অরুণ। চলে গেছে!

শশাঙ্ক। শুক্লার সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ অরুণ?

অরুণ। এবার তোমার পালা সুরু হোল শশাঙ্ক! শুক্লার সঙ্গে বোধ হয় বছর দুই আগে আলাপ হয়।

শশাঙ্ক। শুক্লার ছেলের বয়স কত অরুণ?

অরুণ। বোধ হয় এক বছর হবে।

শশাঙ্ক। বছর দুই আলাপ...ছেলের বয়স একবছর...মাতৃগর্ভে দশ মাস...অরুণ! ও ছেলে কার?

অরুণ। আমারও ত সেই প্রশ্ন, শশাঙ্ক! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

শশাঙ্ক। তুমি নিজে দোষী নও ত ?

অরুণ। ( উচ্চ হাস্য ) হাঃ! হাঃ! হাঃ! What a fine mathematics you are ! হাঃ! হাঃ!

( এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল ও শশাঙ্ক রিসিভার ধরিল

শশাঙ্ক। Yes,...wrong number.

অরুণ। হাঃ! হাঃ। হাঃ ! আজ সকলেই বোধহয় ভুল ক'রে যাচ্ছে শশাঙ্ক? আজ ভুলেরই দিন...Fool's day. হাঃ! হাঃ! হাঃ!

( পট পরিবর্ত্তন )

## চতুর্থ দৃশ্য

### শশাঙ্কর বাটী

স্থান—কক্ষ। সময়—অপরাহ্ন।

[ মনীষা একাকী ঘরের মধ্যে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল সেই সময়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল শশাঙ্ক ]

শশাঙ্ক। মনীষা! তুমি একা বসে আছ? পার্থ আসেনি?

মনীষা। দেখতেই পাচ্ছ; তা'ছাড়া একা থাকতেই আমার ভাল লাগে।

শশাঙ্ক। এ তোমার মনের ভয় মনীষা! মনকে শক্ত করো! তোমার অন্তরাত্মা অকারণে যে অপমান সহ্য করেছে, তার প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, তাহলে এমন করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না; আমি চাই—তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে; তোমায় প্রমাণ ক'রে দিতে হবে যে তোমারও শক্তি আছে—মূল্য আছে;—তুমি দুর্ব্বল নও!

মনীষা। দুর্ব্বলতার পরিচয় কি দিয়েছি? কিন্তু আমি চাই না—দেহ বা মনকে কলুষিত করে আমি বড় হয়ে উঠি।

শশাঙ্ক। Very good idea! সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না;—এ যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি তোমায় অভিনন্দন জানাব।

মনীষা। কিন্তু এতে যারা মরবে, তারা ত কেউ আমার কাছে কোন অপরাধ করেনি! একজনের অপরাধের জন্য অন্যে দায়ী হবে?

শশাঙ্ক। তুমি ভুল করছো মনীষা! দোষী এরা সকলে; এদের নিয়েই আমাদের সমাজ; তুমি যদি স্পষ্ট কথায় নিজের দোষ স্বীকার

করে একটুখানি আশ্রয় ভিক্ষা করতে—'দেখতে সেই মুহূর্ত্তেই ওরা তোমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে ! আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা, লাঞ্ছনার হাত থেকেও রেহাই পেতে না ! আমি জানি মনীষা ! ওরা বন্ধুত্বের ভান ক'রে শুধু শত্রুতা করে যায়।

মনীষা। শত্রু জেনেও ওদের তুমি ডেকে আন কেন ?

শশাঙ্ক। আমি ওদের শিক্ষা দিয়ে জানিয়ে দিতে চাই যে আবর্জ্জনা বলে ওরা যাদের পথের মাঝে ফেলে দেয়—তারা সকলেই তা নয় ; তোমার আগে আমি আরও দু চার জনকে আশ্রয় দিয়েছিলাম মনীষা !—কূলহারা নৌকার মত ভেসে বেড়ায় দেখে দয়া হয়েছিল ; কিন্তু কূল যখন পেল, অতীতকে তারা একেবারে ভুলে গেল ! সেই ভুল আবার তারা ক'রে বসলো ! একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে কোথায় যে তলিয়ে গেল কে জানে !—কিন্তু তোমায় আমি ভিন্ন চোখে দেখি মনীষা ! আমার সে ধারণা তুমিও যেন ভেঙ্গে দিও না।

মনীষা। কিন্তু এতে তোমার কি স্বার্থ আছে ?

শশাঙ্ক। আছে মনীষা ! জীবনে আমি তোমার মত ভয়ানক অপমানিত হয়েছি ; তাই আমিও সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।

মনীষা। সত্য বলছো ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ !—University career আমার খারাপ ছিল না,—অবস্থাও বেশ ভাল ছিল ; যতদিন ও দুটো ছিল গোল বাধেনি ;—কিন্তু হঠাৎ একদিন চাকাটা অন্যদিকে ঘুরে গেল ; চেয়ে দেখি সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ! বাবা মারা যাবার পর দেখি পাওনাদারে মৌমাছির মত ঘিরে দাঁড়িয়েছে ! তাই কোলকাতার বাড়ীটা বিক্রয় করে দিয়ে মায়ের হাত ধরে

যখন ভাড়াটে বাসায় এসে উঠলাম—দেখলাম দুনিয়ার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়াও শেষ হয়ে গেছে! লীনার বাবা যিনি আমায় জামাই করবেন বলে বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত তিনি কলেজের খরচটুকুও দিলেন না!

মনীষা। কেন?

শশাঙ্ক। কারণ সদ্য বিলাতফেরত ধনী তপনকুমার "ক্যাডিলাক" চড়ে লীনাদের বাড়ী যাতায়াত স্থরু করে দিয়েছিলেন। তারপর যত দিন যেতে লাগলো তপনকুমারের কাছে লীনা লীন হ'য়ে যেতে লাগলো।

মনীষা। লীনা তোমার কথা একবার ভেবেও দেখলো না?

শশাঙ্ক। হয়ত' অবসর ছিল না—তাই তপনকুমারের জয় হোল; চাঁদের কলঙ্কটা তাদের কাছে চিরদিনের মত বড় হয়ে রইলো। শেষের দিকে লীনার মা বাবা এমন কি লীনা পর্য্যন্ত আমায় তাচ্ছিল্য আর অনাদর স্থরু করে দিয়েছিল। বাড়ীতে গেলে দেখা পর্য্যন্ত করতো না; সে দুর্দ্দিনে সামান্য একটু সান্ত্বনা দেওয়া ত দূরের কথা—অবজ্ঞা দেখাতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি।

মনীষা। তোমার মায়ের কি হোল?

শশাঙ্ক। মাও মাসখানেক পরে মারা যান; আজন্ম স্থখে লালিত বলে দুঃখ কষ্ট বেশী দিন সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর সামান্য ক'খানা গয়না ও আশীর্ব্বাদ পাথেয় করে এ দুনিয়ায় আবার আমি যাত্রা স্থরু করেছি।

মনীষা। কিন্তু তোমায় আমি এ বিষয়ে কতটুকু সাহায্য করতে পারি?

শশাঙ্ক। আমায় ভুল বুঝো না মনীষা! তোমায় আমি Filmএ নামাবার বন্দোবস্ত ক'রেছি; আমি চাই—ধনীগুলোকে তুমি নিষ্করুণ ভাবে পেষণ করবে! এইটুকু বিশ্বাস রেখো—তোমার ক্ষতি হ'তে আমি দেব না! কিছুদিনের জন্য স্নেহ, দয়া, মায়া, মন থেকে মুছে দিয়ে—শুধু আমার কথা মত চল; বাকীটুকু আমি নিজে করে নেব।

মনীষা। তারপর ?

শশাঙ্ক। তারপর—কিছুদিন Eden garden, পিকনিক, Grand Hotel—ব্যস !

মনীষা। এতে কি লাভ হবে ?

শশাঙ্ক। হবে মনীষা! অর্থের অভাবে যারা আমায় অপাংক্তেয় করে দিয়েছে তাদের কাছে আবার গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। আমি তাদের অবাক করে দিতে চাই! অর্থকে যারা মানুষের চেয়ে বড় করে দেখে তাদের শুধু ঘৃণা করি না—মানুষ বলে স্বীকার করতেও লজ্জা অনুভব করি।

মনীষা। কিন্তু কোন সৎ উপায়ে কি অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না ?

শশাঙ্ক। যায়—কিন্তু সময়ের প্রয়োজন মনীষা! অত সময় আমার নেই! মাত্র একটি বছর! এই একটি বছরের মধ্যে আমায় সব কিছু করে নিতে হবে; এক বছর পরে আমার চেয়ে সৎ লোক তুমি কমই দেখতে পাবে মনীষা! লীনা এখন অবিবাহিত,—Final পরীক্ষা না দিয়া সে বিয়ে করবে না; তাই আমি চাই—তার আগেই আমার সৌভাগ্যটা তাকে একবার দেখিয়ে দিই!

মনীষা। কিন্তু এতে যে তার লজ্জা হবে তার নিশ্চয়তা কিছু আছে ?

শশাঙ্ক। এতে ও যদি লজ্জা না পায় তাহ'লে তপনকুমারের আলো যাতে আমার বাড়ীতে পড়ে সে ব্যবস্থাও আমি ক'রবো মনীষা! তপনকুমারের আসা যাওয়াটা যখন মনীষার মত সুন্দরী তরুণীর জন্য—বলে লীনার কাণে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন সে শুধু লজ্জা পাবে না—মরমে ম'রে যাবে।

মনীষা। কিন্তু আমি যদি এ-সব কাজ না করি ?

শশাঙ্ক। আমি তোমায় বাধ্য করবো মনীষা! আমি তোমায় আত্মীয়া বলে পরিচয় দিয়ে সসম্মানে এখানে রেখেছি; তোমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কোন দিনও তোমার ওপর অসৎ ব্যবহার করিনি; কিন্তু তুমি যদি পরিচয়হীন হ'য়ে অন্যের কৃপাপ্রার্থী রূপে পথে পথে ঘুরে বেড়ানটা বেশী সম্মানজনক মনে করো তাহ'লে—আমার কথার অবাধ্য হয়ো।

মনীষা। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ ?

শশাঙ্ক। ভুল বুঝো না মনীষা! পথের বিভীষিকা সম্বন্ধে তোমায় শুধু সচেতন করে দিলাম; আমি যতই মন্দ হই—তোমার অনিষ্ট হ'তে দেব না।

মনীষা। আমার ওপর হঠাৎ এত দয়া হ'ল কেন ?

শশাঙ্ক। আজ হয়ত আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না; আমি তোমায়......

মনীষা। ( সবিস্ময়ে ) তুমি আমায়! না,—না,—তুমি আমায়—কি ?

শশাঙ্ক। কিছু নয় মনীষা! আজ ও কথা থাক; সময় এলে আর একদিন ব'লবো। সময় আমার ভয়ানক কম মনীষা! মাত্র একটি বছর! ( হাত ধরিয়া ) আমি ভিক্ষা চাইছি মনীষা!

মনীষা। বেশ, আমি তোমায় কথা দিলাম; আজ থেকে মাত্র একটি বছর নিজের সম্মান বাঁচিয়ে যতটুকু করা সম্ভব হয় সেটুকু আমি নিশ্চয় করবো; আর কিছুর জন্য নয়—দুর্দ্দিনে তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে—সে কথা আজ আমি ভুলে যাব না!

শশাঙ্ক। আমায় বাঁচালে মনীষা! একটা বছর তুমি আমার জন্য যত কষ্ট করবে, তার প্রতিশোধ আমি সারা জীবন ধরে দেব! মনীষা! যত নিষ্ঠুর বলে তুমি আমায় মনে করছো, ততখানি নিষ্ঠুর আমি নই; শুধু মনুষ্যত্বের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না!

মনীষা। এ যদি সত্যই তোমার মনের কথা হয়, তাহলে তোমার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আমার ভেঙ্গে যাবে।

শশাঙ্ক। আজ আমায় বিশ্বাস না করো ক্ষতি নেই; আজ শুধু চাওয়াটাই তোমার চোখে পড়ছে; কিন্তু সময় এলে দেখবে,—ত্যাগও আমি কতখানি করতে পারি! নিষ্কলঙ্ক মাতৃগর্ভ থেকে যে জীবন সুরু হয়েছে—সে জীবন কলঙ্কহীন হয়েই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে মনীষা! তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম; তোমার এ ঋণ আমি নিশ্চয় শোধ করে দেব!

( প্রস্থান )

মনীষা। তোমার এ রূপ ত আমি দেখিনি! তবে কেন তুমি এ রূপ আমায় দেখালে? তুমি আমায়!—না,—না—ভগবান, আমায় শক্তি দাও!—আমায় শক্তি দাও প্রভু!...মুক্তি দাও!

যবনিকা

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—ড্রইং রুম। কাল—সন্ধ্যা।

(বালীগঞ্জ অঞ্চলে সুসজ্জিত একটি ত্রিতল বাটী; বাটীর মালিক অশোক মিত্র। বয়স ৫০ হইবে; তিনি লীনার পিতা; ড্রইং রুমটি সাহেবী কায়দায় সুসজ্জিত; কক্ষের ভিতর লীনা অর্গানের সামনে বসিয়া একমনে গান গাহিতেছিল; লীনার বয়স ২০।২২ হইবে; লীনাকে মোটের ওপর সুন্দরী বলা চলে)

### গান

আমি চঞ্চলা ঝর্ণা-ধারা,
নীল আকাশের চাঁদ আমি-সন্ধ্যাতারা।
ধরনীর বুকে আমি মায়া মৃগ,
এই ধরণীর আমি নহি কেহ
আপনার মাঝে আমি আপনি হারা॥
সুদূরের আমি পিয়াসী
সুদূরের গান তাই ভালবাসি,
ক্ষণে ক্ষণে অন্তর পাগল মম
ঘুরে মরি কস্তুরী মৃগ সম
আপন গন্ধে আমি আপন হারা॥

(গানের শেষে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন অশোক মিত্র)

মিঃ মিত্র। তুমি এখনও গান গাইছো মা? তপন এখনও এল না?

লীনা। দুপুর বেলায় নিজে Phone করলেন—সিনেমায় যেতে হবে; অথচ এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই! I can not stand all this!

মিঃ মিত্র। হয়ত কোন কাজে আটকে পড়েছে মা; কথার খেলাপ সে কখনও করে না!

(সেই সময়ে telephone বাজিয়া উঠিল—মিঃ, মিত্র উঠিয়া receiver ধরিলেন)

মিঃ মিত্র। Halloo! yes, speaking...কে? শশাঙ্ক? ও নমস্কার! খবর কি? তপন তোমাব ওখানে? I see! তুমি ধরে বেখেছ? কিন্তু ওদের যে সিনেমায় যাবার কথা ছিল!...হ্যাঁ,...হ্যাঁ 2nd Showএ যাবে? আচ্ছা, আমি লীনাকে বলে দেব।

(রিসিভারটী রাখিযা দিযা)

লীনা! তপনকে শশাঙ্ক আজ নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে; তাই সে আসতে পারেনি; শশাঙ্ক জানতো না—তোমাদেব Cinema যাবার কথা ছিল; তোমার কাছে সে ক্ষমা চেয়েছে!

লীনা। কোন মানে হয় না বাবা! এ কৈফিয়তে ছোট ছেলেকে ভোলান যায়; Rubbish!

মিঃ মিত্র। তুমি ভুল করছো লীনা; অনেকদিন পবে হয়ত শশাঙ্কেব সঙ্গে দেখা হয়েছে তাই তার অনুরোধ অস্বীকাব করতে পারে নি; তাছাড়া 2nd Showএ যাবে বলে ত কথাই ছিল।

লীনা। তুমি কি মনে করো বাবা,—বলেছেন বলে 2nd Showএ আমি সিনেমায় যাব? I would be the last person to do that.

মিঃ মিত্র। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত রাগ করা ত উচিত নয় মা। দুদিন পরে তপনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে; তার ওপর এমন ক'রে রাগ করতে আছে?

লীনা। না,—তা থাকবে কেন? বিয়ের আগেই যদি তাঁর ইচ্ছায় আমার উঠতে বসতে হয়; তাহলে বিয়ের পর ত তিনি আমায় দাসী করে রাখবেন! বিলাত হলে……

মিঃ মিত্র। কিন্তু এটা বিলাত নয় মা,—এটা ভারতবর্ষ!

লীনা। জানি বাবা; ভদ্রতা কিন্তু সবদেশে একই রকম!

[ ( নেপথ্যে ) May come in? আসতে পারি? ]

মিঃ মিত্র। Yes.

( পরমুহূর্তে একজন সুদর্শন যুবক সেইকক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ মিত্র ও লীনাকে নমস্কার জানাইল, উহার বয়স ৩০ হইবে )

লীনা। আরে—অলকদা যে! After an age! বাবা, ইনি ছিলেন কলেজের brilliant boy! অলকদা,—ইনি আমার বাবা।

মিঃ মিত্র। বসো বাবা,—বসো!

লীনা। তুমি ঠিক সময়ে এসেছ অলকদা! Very glad!

অলক। মানে? আমি আসবো এ কথা কি বাতাসে ভেসে এসেছিল?

লীনা। না,—তা নয়; আজ সন্ধ্যেটা আমার মাটি হ'য়ে যাচ্ছিল; তুমি এসে পড়ায় আমি খুব খুসী হয়েছি। কোথায় ছিলে এতদিন? হঠাৎ College ছেড়ে দিলে কেন? বেশ লোক যা হোক!

অলক। তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ আছ,—লীনা!

মিঃ মিত্র। ঠিক বলেছো বাবা; She is still a kiddy. আচ্ছা, তোমরা ব'সে গল্প করো! ( প্রস্থান )

লীনা। এবার তোমার খবর বল অলকদা! অনিমা বেচারী তোমার জন্যই লেখাপড়া ছেড়ে দিল; আচ্ছা,—অনিমার খবর কিছু জান?

অলক। হয়ত' বিয়ে করে সংসারী হয়েছে; এবার তোমার কথা শুনি; শশাঙ্কর অঙ্ক আর কতদিন খালি করে রাখবে?

লীনা। উত্তরটা আমার মুখে শুনলে তুমি কষ্ট পাবে অলকদা!

অলক। কিছু না লীনা! আমি বুঝতে পেরেছি সে হেরে গেছে; Poor chap... ! কিন্তু জিতলো কে?

লীলা। সেটা এখনও নিশ্চিতভাবে স্থির কিছু হয়নি—তাই সঠিক খবর তোমায় দিতে পারছি না।

অলক। বেশ ত,—অনিশ্চিত ভাবে যেটা ঠিক হয়েছে সেই খবরটা না হয় শুনিয়ে দাও!

লীনা। Mr. Tapon K. Roy; Bar-at-law.

অলক। I See! Congratulation, লীনা!—আচ্ছা, শশাঙ্কব ঠিকানাটা আমায় দিতে পার?

লীনা। দরকাব আছে?

অলক। না,—না,—তেমন কিছু নয; তবে কি জান লীনা—মানুষের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আমার বড় ভাল লাগে!

লীনা। P 234/1, মানিকতলা Spur.

অলক। বল কি লীনা! মাণিক হারিয়ে সে মানিকতলায় বাসা বাঁধলো! আমি হ'লে নিমতলার কাছে আশ্রয় নিতাম!

লীনা। তা হলে বুঝতে হবে তোমার বন্ধুটির taste খুব আমেরী ধরনের!

অলক। ঠিক বলেছো; আরে গরীবের ছেলে তুই tasteএর এত মারপ্যাচে কেন? পাছে ফকিরী নিতে হয় এই ভয়ে, ফকিরু মহম্মদ লেনের বাসাটাও সে ছেড়ে দিল।

লীনা। কথাগুলো কি আমায় আঘাত করে বলছো?

অলক। ছিঃ, লীনা।—তোমায় আঘাত দিতে পারি? তোমার মত রত্ন যে অপাত্রে পড়েনি, এজন্য ভগবানকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি! উঃ! বুক থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেল আজ!

লীনা। সত্যি বলছো, অলকদা? তোমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না: পরিহাস ক'রছো না ত?

অলক। কেমন করে বোঝাব লীনা? মনে পড়ে লীনা, আমার স্বরচিত যে কবিতা তোমায় আমি উপহার দিয়েছিলাম? ( সুর করিয়া )

একহি রতন করিনু যতন
জিয় লাগি হিয়া ফাটি গেল,
যুগ যুগ ধরি সে রূপ পেখিনু
তবু আঁখি শীতল না ভেল ॥

জীবনের ঐটুকু ঝরা পাতা কবে ঝরে গেছে, কিন্তু দাগ তার আজও মুছে গেল না! তোমায় আমি পরিহাস করিতে পারি?

লীনা। তোমার কবিত্বভাব আজও ঠিক তেমনি আছে অলকদা!

অলক। রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি ব'লে ভাষায় মাঝে মাঝে কবিত্ব এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দেশে যে বাঙালী দু'লাইন কবিতা লেখেনি সে বাঙ্গালীই নয়, লীনা!

লীনা। কিন্তু তোমার সেই রুজ লিপ্‌ষ্টিকের কবিতাগুলো কি হোল? Collageর Variety Showএ তোমার সে কবিতা শুনে অনিমা বেচারী রুজলিপষ্টিক মাথা ছেড়ে দিল!

অলক। অনিমার সব তাতে বাড়াবাড়ি ! ভালবেসে বাড়াবাড়ি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না লীনা !—আর তুমি সেই তুচ্ছ ঘটনাটা আজও মনে করে রেখেছো ? আশ্চর্য্য মানুষের মন ! কত তুচ্ছ ঘটনা তারা মনে রাখে !—অথচ আসল ঘটনা-গুলো তারা বেমালুম ভুলে যায় !

লীনা। খানিকটা বেড়িয়ে এলে কেমন হয় ?

অলক। মন্দ কি ? চল,—কিন্তু তপনবাবু কিছু মনে করবেন না ত ?

লীনা। কি যে বল,—অলকদা ! তিনি অনেক পরে এসেছেন ; তোমাদের দাবী অগ্রগণ্য। একটু অপেক্ষা কর,—বাবাকে ব'লে আসি।

( প্রস্থান )

অলক। শশাঙ্ক ! তোমার ভাগ্য ভাল ভাল যে লীনার মত মেয়ের হাত থেকে তুমি রেহাই পেয়েছ ; জীবন তোমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠতো !

( লীনার পুনঃ প্রবেশ )

লীনা। চল অলকদা,—Hurry up !

( উভয়ে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলে, চিন্তিতমনে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন অশোক মিত্র, পরমুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল লীনার মা, সাবিত্রীদেবী, বয়স ৪০এর কাছাকাছি। )

সাবিত্রী। তুমি বাইরে ব'সে যে ?

মিঃ মিত্র। তুমি এসেছো সাবু ? বস ; আচ্ছা লীনাকে নিয়ে কি করি বলত ?

সাবিত্রী। কেন ? লীনা আবার কি সর্ব্বনাশ করলো ? সে ত তপনের সঙ্গে সিনেমা গেছে !

মিঃ মিত্র। তপন আসেনি,—মানে আসতে পারিনি ! শশাঙ্ক তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে ; phone করেছিল 2nd showএ সিনেমায় যাবে !

সাবিত্রী। সাড়ে নটা ত বেজে গেল ; অথচ এখনও তপন এল না ! লীনা বেচারী কত দুঃখ পাবে বলত !

মিঃ মিত্র। দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পেল কই ? সে ত দিব্যি অলকের সঙ্গে হওয়া খেতে বার হোল।

সাবিত্রী। ভালই ক'রেছে ; একা বাড়ীতে বসে ভাল লাগে ? তুমি যাও খেয়ে শুয়ে পড় ; আমি লীনার জন্য বসে আছি।

মিঃ মিত্র। তা যাচ্ছি ; কিন্তু তপন এসে যদি লীনাকে দেখতে না পায় তাহ'লে কি মনে করবে, সাবু ?

সাবিত্রী। এত ভয় কেন তোমার ? মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে আমাদের ?—না,—তার ভয়ে আমাদের জুজু হ'য়ে থাকতে হবে ?

[ এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল ]

সাবিত্রী। Hallo ! হাঁ—আমি লীনার মা ; ও তপন···তুমি ? আজ আসতে পার্ব্বে না ? আচ্ছা ; লীনার সঙ্গে কথা বলতে চাও ?—কিন্তু—সে ত ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা ; শরীরটা তার ভাল নেই আজ ; কাল কিন্তু নিশ্চয় এসো বাবা !

( রিসিভার রাখিয়া দিয়া )

যাক, দুঃশ্চিন্তা গেল ত ? এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়গে !

[ মিঃ মিত্র কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন ও পর মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে লীনা প্রবেশ করিল ]

লীনা। মা, তুমি ফিরে এসেছ ? আজ সিনেমায় যাওয়া হোল না, তাই অলকদার সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম একটু !

সাবিত্রী। তা বেশ করেছিস ; তপনের ফোন এসেছিল,—আমি বললাম শরীর খারাপ বলে তুই শুয়ে পড়েছিস।

লীনা। বেশ করেছো মা ; অবিশ্যি এলেও আজ আমি যেতাম না !

সাবিত্রী। কিন্তু শশাঙ্কর বাড়ী কেন গেল ঠিক বুঝতে পারছি না !

লীলা। তুমি ভেবনা মা ; শশাঙ্কদার কাছে এমন কোন দলিল রেখে আসিনি যা দেখিয়ে তিনি আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবেন ; আমি তোমার এত বোকা মেয়ে নই,—চল ভেতরে যাই !

( পট পরিবর্ত্তন )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ড্রইংরুম। সময়—অপরাহ্ন!

[ শশাঙ্কর নিজস্ব বাড়ী; কক্ষটী সুসজ্জিত, মেঝেতে মূল্যবান কার্পেট পাতাও কয়েকটী মূল্যবান সোফাসেট কক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। দরজা ও জানালায় নেটের পর্দ্দা ঝুলিতেছে, কোনে একটী অর্গানের সামনে বসিয়া মনীষা একমনে গান গাহিতেছিল; মনীষার বেশ ভূষা অন্যদিন অপেক্ষা চোখে পড়িবার মত ]

গেয়ে যাই—গান গেয়ে যাই,
আমার এ গান কার তরে হায়—
খুঁজে না পাই।
মিছে আমার ব্যথার গানে
খুঁজি কারে কেবা জানে;
হৃদয় বসে শোন ওরে শোন—কিছু যে তোর নাই॥
—আমি—ঝরা ফুলের গান
ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ধুলায় হব ম্লান;—
তখন আমায় পথের ধূলি
আপন বুকে লবে তুলি ( গো )
বিদায় মাগি বন্ধু আমার
নাই গো সময় নাই॥

[ গানের শেষে শশাঙ্ক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ]

শশাঙ্ক। চমৎকার,…মনীষা!

মনীষা। কি?

শশাঙ্ক। তুমি—তোমার গান—এমন কি সমস্ত পৃথিবীটা আজ আমার চোখে বড় সুন্দর বলে মনে হচ্ছে !

মনীষা। কিন্তু গান তুমি শুনলে কই ? তুমি ত শেষ সময়ে এলে !

শশাঙ্ক। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মীটুকু হঠাৎ যখন আকাশের বুকে মিলিয়ে যায়—তখন কি তাকে রংয়ের কাঙাল বলে মনে হয় মনীষা ? মন আমার ভরে উঠেছে ;—তারপর ঘরে ঢুকে তোমার যে রূপ আজ চোখে পড়লো—তাকে বর্ণনা করবার মত ভাষা আমার নেই !

মনীষা। আমার রূপ ! কই কোনদিনত তোমার মুখে রূপের কথা শুনিনি ? ভাল করে মুখের পানে চেয়ে ত দেখোনি ;—না,—না,—তুমি অন্য কথা বলো ; রাজ্যের লজ্জা এসে মনের ভিতর ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

শশাঙ্ক। এতদিন তুমি ঘুমিয়েছিলে মনীষা—তাই জানতে পারনি ;—আজ তোমার সে ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

মনীষা। হয়ত তাই হবে ; কিন্তু আমার এ ঘুম কে ভাঙ্গালে তুমি জান ?

শশাঙ্ক। আমি কেমন করে জানবো মনীষা ? যে বাতাস এতদিন তোমায় ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়েছিল,—সেই বাতাসই আজ ঘুমভাঙ্গানী গান গেয়ে তোমায় জাগিয়ে দিয়ে গেছে !

মনীষা। হয়ত বাতাসই হবে ! তাইত শুধু অনুভব করি ! ধরতেও পারি না—দেখতে ও পাই না !

শশাঙ্ক। থাক্‌না সে ধরাছোঁওয়ার বাইরে ! যাকে তুমি অনুভব করেছো সে তোমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ! যাকে ধরতে বা দেখতে পাওয়া যায়—সেত চিরদিনের নয় মনীষা ! মানুষের অনুভূতি হোল চিরকালের ! অনুভূতির মৃত্যু নেই—সে চিরজাগ্রত !

মনীষা। তুমি এত সুন্দর কথা বলতে পার?—এতদিন কেন বলোনি?

শশাঙ্ক। আজ তুমি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে জেগে উঠেছো বলে তোমার কাছে আমিও সুন্দর হয়ে উঠেছি!

মনীষা। ওঃ! (অন্য মনস্কভাবে পায়চারী করিতে করিতে) জীবনে যদি তাড়া না থাকতো তুমি আমায় আরও সুন্দর দেখতে; কেন যে ব্যস্ত হয়েছিলাম,—কে জানে!—আজ আমি রিক্ত! অসহায়!

শশাঙ্ক। আমারও জীবনে ঠিক ঐ রকম তাড়া এসেছে মনীষা! মাত্র একটা বছর!—তারপর এ ব্যস্ততার সমাপ্তি যেদিন হবে আমিও নিশ্চল হয়ে পড়বো;—আমিও নিঃস্ব হয়ে যাব!

মনীষা। মিথ্যে এতগুলো টাকা খরচ করে এই ফার্নিচারগুলো কিনে আনলে কেন? আমরা ত দুচারদিন বাদে বম্বে চলে যাব!

শশাঙ্ক। বাঃ! নিজের বাড়ী হোল—ফার্নিচার আসবে না?—গাড়ী কেনা এখনও বাকী, মনীষা! দিনকতক আমি আরাম করে নেব।

মনীষা। সে কি?—তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

শশাঙ্ক। পাগল হয়েছো মনীষা? মাসিক ২০ হাজার টাকার অভিনেত্রীর সঙ্গে ৫০০৲ টাকার Publicity Officer যাবে? তা ছাড়া আমার কাজ হোল Bengal, Bihar, Orissa, Bombay জন্য অন্য লোক আছে!

মনীষা। আগে জানলে Contractএ সই করতাম না!

শশাঙ্ক। ছিঃ! ছেলেমানুষী করো না!

মনীষা। না,—এখন আর ও কথা তুলে লাভ কিছু নেই; কিন্তু একটা কথা আমি কদিন থেকে ভাবছি—!

শশাঙ্ক। কি কথা ভাবছো মনীষা ?

মনীষা। নূতন একজন অভিনেত্রীকে মাসিক ২০ হাজার টাকা কি খুব বেশী বলে মনে হয় না ?

শশাঙ্ক। আমরা হাজারে আঁতকে উঠি—তাই বেশী মনে হচ্ছে ; ওরা কিন্তু কোটীতেও দাঁত বার করে হাসে ! গরীবদাসকে তুমি বোকা মনে ক'রো না মনীষা। ব্যবসা করে আত্মবিশ্বাস তার ভুঁড়ীর মতই বেড়ে যাচ্ছে।—বম্বেতে গোটা তিনেক কাপড়ে কল,—পাঞ্জাবে দুটো পশমের কারখানা,—বাংলায় দুটো জুট মিল —তাছাড়া গোটা ছয়েক First class Cinema House আছে ওর ; Film company ত আছেই ! যে এতগুলো ব্যবসা চালায়—তার মানুষ চিনতে ভুল হয় না ! এই Film তুলে সে হয়ত পাঁচ কোটী টাকা উপায় করে নেবে !

মনীষা। কিন্তু ছবি যদি ভাল না হয়—চলবে কি করে ?

শশাঙ্ক। এ দেশে ছবি চলাটা, ভাল হওয়ার ওপর নির্ভর করে না মনীষা ! শুধু Stunt আব প্যাঁচ থাকলেই হোল !—একটুখানি চোখের জলের বদলে বেশী পরিমানে দেঁতো হাসি হেসে যদি গজলের সঙ্গে কীর্ত্তন মিশিয়ে সেটাকে ভাটিয়ালি করে ঠুংরির চালে গেয়ে ফেলতে পার—তাহলে ছবি কাটা সম্বন্ধে ভয় না থাক,—মানুষ যে কত কাটা যাবে—তার হিসাব থাকবে না !

মনীষা। আরও একটা কথা কদিন থেকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি— কিন্তু হ'য়ে উঠছে না।

শশাঙ্ক। নিশ্চয় কোন বাজে কথা হবে,—তাই ভুলে যাচ্ছ তুমি !

মনীষা। না,—বাজে কথা বলে ভুলে যাইনি ! কদিন থেকে তুমি আমায় এমন ভাবে এড়িয়ে চলছো কেন ? তোমার চেহারা কি হয়েছে

দেখেছো?—মনে হয়। রাত্রে বোধ হয় ভাল করে ঘুমুতে পর্য্যন্ত পার না!

শশাঙ্ক। তুমি ঠিক ধরেছ মনীষা! যেদিন তুমি ৬ মাসের advance লাখ খানেক টাকা এনে আমার হাতে তুলে দিলে,—সেদিন থেকে আমি যেন পাগলের মত হয়ে আছি; ভিখারীকে রাজ ঐশ্বর্য্য দান করেছো তুমি; তাই কি ভাবে, কোথায় রাখবো—এই ভাবনা এখন আমায় পাগল করে তুলেছে!

মনীষা। এ তোমার মনের কথা নয়; তবু তোমায় আমি জোর করবো না;—শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছ। দুদিন পরে কড়া ক্রান্তির হিসাব তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে—কিন্তু তখন হয়ত' আসল হিসাব আমি পাব না!

শশাঙ্ক। না,—না,—মনীষা! আমি কি দূরে সরে যেতে পারি? তোমার কাছে আমি যে কত ঋণী হয়ে আছি—সে কথা ভগবান জানেন!

মনীষা। শুধু ঋণী,—ঋণী—আর ঋণী! ঐ একটা কথা ছাড়া কি অন্য কোন কথা মনে আসে না? আমি কি তোমার কাছে কিছুই নই?

শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে ছেলে মানুষের মত তুমি অভিমান করো; কি হয়েছে মনীষা?

মনীষা। যদি বলি জবাব দেবে।

শশাঙ্ক। হ্যাঁ—মানে—জানলে জবাব দেব না কেন?

মনীষা। আচ্ছা—প্রতিদিন রাত্রে কে আমায় লাল পদ্মের কুঁড়ি দিয়ে যায়—বলত'?

শশাঙ্ক। পদ্মফুল! A Lotus!

মনীষা। হ্যাঁ—পদ্মফুল! রোজ দেখি বুকের কাছে কে যেন পদ্মফুল রেখে গেছে!

শশাঙ্ক। বল কি মনীষা! চোর আসে না ত? এ বোধ হয় পার্থর কাজ;—বেচারী!

মনীষা। না,—এ কাজ পার্থর নয়; যে ফুলে এত কাঁটা সে ফুলের ওপর লোভ তার নেই;—কাঁটা সে মোটেই সহ্য ক'রতে পারে না!

শশাঙ্ক। তাহলে ত ভাবনার কথা হোল মনীষা! আজ থেকে ঘর বন্ধ করে দিও।

মনীষা; ভাবি তাই করবো;—কিন্তু পারি না! একটা রাতের ঐ সম্পদটুকু হারালে আমি যেন নিঃস্ব হয়ে যাব! অথচ প্রতিদিন সকালে উঠে—সে ফুল যখন বুকে চেপে ধরি, তখন একথাও মনে হয়—নিঃস্ব হতে বাকী কি!...উঃ! কেন সে এমন করবে?...বারণ করতে পারি না বলে সে কি এম্নী করেই ··

[ কান্নার আবেগে মনীষার কণ্ঠস্বর বাহির হইল না—সে বিদ্যুৎ বেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য আগাইয়া গেল—কিন্তু শশাঙ্কের ডাকে বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া পড়িল। ]

শশাঙ্ক। মনি! মনি!

মনীষা। বল—শুধু একটিবার ঐ নাম ধরে তুমি আমায় ডাক—তোমার পায়ে পড়ি।

শশাঙ্ক। মালা!

মনীষা। উঃ। না—ও নাম ধরে তুমি আমায় ডেকো না—ডেকো না...

[ মনীষা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল ]

( পট পরিবর্ত্তন )

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। সময়—সকাল।

[ কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র একটি একতলা বাড়ী। প্রঃ চ্যাটার্জ্জি ও শুক্লা বসিয়া কথাকহিতেছিল ]

শুক্লা। আপনার মেয়ে?

চ্যাটার্জ্জি। হ্যা, মা;—আমার মেয়ে,—মালা,—মণিমালা।

শুক্লা। মালা!

চ্যাটার্জ্জি। চমকে উঠলে যে?—তাকে তুমি চেন?

শুক্লা। আগে আপনার কথা শুনি, তারপর বলবো।

চ্যাটার্জ্জি। সে আমার সত্যই গলার মালা ছিল মা! চার বছর বয়সে তার মা মারা যায়, সেই থেকেই ষোলটা বছর, মালাকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলাম;—মালাই আমার শেষ অবলম্বন ছিল। তাকে সুখী দেখে মরবো এই ছিল শেষ ইচ্ছা। কিন্তু হোল না মা! আমাকে নিঃস্ব করে কোথায় যে পাড়ি দিল,—কে জানে! একথা কেউ জানে না,—অরুণ ও নয়! C. P.তে চাকরী করতাম, মালাকে হারিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে কিছুদিন হোল নিজের জন্মভূমিতে ফিরে এসেছি।

শুক্লা—কি হয়েছিল তার?

চ্যাটার্জ্জি। জানি না মা। বেশ ছিল ওরা,—কিন্তু যখন রইলো না—তখন কেউ আর রইলো না! জান মা, কুবেরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব ব'লে স্থির করেছিলুম।

শুক্লা। (উত্তেজিত ভাবে) কি নাম বল্লেন? কুবের! কুবের!

চ্যাটার্জ্জি। তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন মা?

শুক্লা। না,—না,—ও কিছু নয়; ঐ নামের একজনকে আমিও জানতাম ;—তাই মনে হোল সে যদি হয়।

চ্যাটার্জ্জি। তুমি জানতে শুক্লা? বলত' কেমন সুন্দর ছেলে ছিল সে? সে কি মালার কথা তোমায় কিছু বলে নি?

শুক্লা। আমি যাকে জানি—সে আমার দাদা হয়; বহুদিন হোল তার সঙ্গে আমার দেখা নেই; চিরদিন ভবঘুরের মত দিন কাটিয়েছে সে; কোথায় থাকে,—কি করে কিছুই জানি না! আগে তবু মাঝে মাঝে এসে দেখা করতো ;—কিন্তু বছর দুই হোল তাও বন্ধ হয়ে গেছে!

চ্যাটার্জ্জি। কুবের তোমার দাদা হয় মা? একটু অপেক্ষা করো—আমি আসছি। [ প্রস্থান ]

শুক্লা। ভগবান! তোমার পৃথিবীতে বহু জিনিষ মিথ্যা হ'য়ে যায়—আমার সন্দেহও আজ যেন মিথ্যা হয়ে যায়! জীবনে পথকে সম্বল করে যেদিন বাইরে এসে দাঁড়ালাম সেদিনও তোমার বিরুদ্ধে আমি কোন অভিযোগ করিনি প্রভু! কিন্তু আজ আমি ভিক্ষা চাইছি দয়াময়! আমার শান্তির নীড় তুমি ভেঙ্গে দিও না!

[ প্রঃ চ্যাটার্জ্জির প্রবেশ—হাতে একটি ফটো ]

চ্যাটার্জ্জি। দেখ ত মা,—এ ফটো কার?

শুক্লা। ( ফটো দেখিয়া ) উঃ! ভগবান! একি করেছো তুমি?

[ কাঁদিয়া ফেলিল ]

চ্যাটার্জ্জি। আমি বুঝেছি মা! কিন্তু এ ভুল তারা কেন করলো? কোন বাধা ছিল না—তবুও ওরা চলে গেল কেন? কুবের হঠাৎ একদিন জানাল যে সে কোথায় একটা চাকরী পেয়েছে; আমি খুব খুসী হলাম শুনে ;—কুবের চাকরী করতে গেল;

একমাস পরে মালাও অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এবার তুমি মালার কথা বলো মা !

শুক্লা। বলছি, দেড়মাস ছুটির পর আমি কাজে ফিরে যাচ্ছিলাম ; রাত তখন দুটো হবে—গাড়ীটা ছোট একটা ষ্টেশনে এসে বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল ; হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি একটি মেয়ে একটি ছেলে কোলে করে সেই কামরায় উঠেছে ; ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল—তাই বেশী আলাপ হয়নি ; শুধু নামটা বলেছিল,—মালা। আপনার ফটোর মালার সঙ্গে হুবহু মিল আছে। তারপর কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ; হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না শুনে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখি, মালা নিজের কোলের ছেলেকে ফেলে চলে গেছে। কি করি,— শিশুকে আমি নিজের বুকে তুলে নিলাম।

চ্যাটার্জ্জি। এ ব্যর্থতা,—এ পরাজয় ওদের নয় মা,—আমার। হয়ত' কোন গলদ ছিল তাই ভাল শিক্ষা আমি দিতে পারিনি ! Oh God ! It is a chromosomic affair :—তোমার দোষ নেই প্রভু ! জান মা,—সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে মা কিংবা বাবার কাছ থেকে intuition বলে এমন একটা জিনিষ পায়, যার বীজ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে ; কর্ম্মে হোক বা চিন্তায় হোক এ বীজ সন্তানকে সংক্রামিত করতে পারে।

শুক্লা। কিন্তু আপনার মত মহাপুরুষের কোন দোষ থাকতে পারে না।

চ্যাটার্জ্জি। আমি মহাপুরুষ নই মা ;—তবে আমি যে নির্দ্দোষ একথা আমি শপথ করে বলতে পারি ; কিন্তু তবুও জীবনে আমায় Tragedyর সামনে মুখোমুখী হ'য়ে পূর্ব্বেও দাঁড়াতে হয়েছিল ! অনেক চেষ্টা করেও মালার মাকে আমি সুখী করতে পারিনি ;

অসুখী মন নিয়ে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল বলে—মালাও আজ সুখী হ'তে পারলো না ! এইবার তুমি মালার ছেলের কথা বলো !

শুক্লা। শিশুকে বুকে নিয়ে যখন কর্ম্মস্থলে পৌঁছালাম,—কর্ত্তৃপক্ষ কুমারী শুক্লার কোলে একটি শিশুকে দেখে—"কুড়িয়ে পাওয়ার" কথা বিশ্বাস করলেন না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চরিত্রের ওপর মেয়েদের চরিত্র নির্ভর করে,—এই কারণ দখিয়ে প্রমাণ চেয়ে বসলেন। কিন্তু প্রমাণ কেমন ক'রে দেব ? তাই চাকরী ছেড়ে দিতে হোল ! বসে খাবার মত সামর্থ্য ছিল না, তাই শিশুকে কি ভাবে মানুষ করবো এই চিন্তাই দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো ; হঠাৎ ভগবান যেন মুখ তুলে চাইলেন ; এক জমিদারের বাড়ীতে একটা চাকরী পেয়ে গেলাম ; অনেক ধৈর্য্য ধরে প্রায় নয় মাস চাকরী করেছিলাম ; শেষদিকে জমিদার পুত্রের ব্যবহার অসহ্য হওয়াতে চাকরী ছেড়ে কোলকাতায় চলে এসেছি।

চ্যাটার্জ্জি। তুমি সত্য বলছো মা ? তোমার কোলে—ওকি মালার ছেলে ?··· আমার মালার ছেলে ?···আমরে মনির ছেলে !···মনির বদলে আজ তুমি আমায় মাণিক ফিরিয়ে দিলে মা ! আমি বুকে করে রাখবো শুক্লা,—বুকে করে রাখবো !

( বলিতে বলিতে পাগলের মত প্রঃ চাটার্জ্জি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন )

( পট পরিবর্ত্তন )

# চতুর্থ দৃশ্য

## শশাঙ্কর বাটী

স্থান—কক্ষ। সময়—সন্ধ্যা।

( মনীষা ও শশাঙ্ক বসিয়া কথা কহিতেছিল )

মনীষা। মাত্র দুটি রাত আমার হাতে ; তুমি আমায় ভুলে যাবে না ত ?

শশাঙ্ক। ছিঃ,—মনীষা। তোমায় আমি ভুলে যেতে পারি ?

মনীষা। তুমি যদি সে দুর্দ্দিনে আমায় আশ্রয় না দিতে তাহ'লে আমার ভাগ্যে কি হোত কে জানে। শুধু আশ্রয় নয়,—এত বড় সৌভাগ্য তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছ।

শশাঙ্ক। যোগ্যতা ছিল বলে সৌভাগ্যকে তুমি অর্জ্জন করতে পেরেছ ; সকলে কি পারে মনীষা ?

মনীষা। জানি না।—চোখের সামনে এত প্রলোভন,—আমায় কোথায়, —কতদূরে টেনে নিয়ে যাবে। একটু ভুলও যদি করে বসি তাহ'লে মালার মত মনীষাও পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। শুধু অর্থের প্রাচুর্য্য নয়—শতসহস্র কোলাহল আর বিলাসিতার মাঝে যে কামনা মাথা তুলে দাঁড়ায়,—তাকে আমি কোন শক্তি দিয়ে জয় করবো ? জীবনে তখন হয়ত প্রাচুর্য্য থাকবে—মাধুর্য্য থাকবে না।

শশাঙ্ক। না মনীষা। তোমার শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি, তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসবে।

মনীষা। সেই আশীর্ব্বাদ তুমি করো; কিন্তু তবু যদি ভুল করে বসি —বিচ্যুতি যদি ঘটে, কাছে টেনে নিও ;—দূরে ঠেলে দিও না !

শশাঙ্ক। এ তোমার মিথ্যে ভুল মনীষা! ভুল তুমি কোনদিনও করোনি—আজও করবে না ; মানুষ শুধু তোমার ভুল বুঝেছিল ; তোমার ভিতরে অনন্ত সমুদ্র লুকান আছে ; সেখানে পাঁকের আশা করা ভুল!

মনীষা। তবে কি আশা করবো ? পদ্ম ? সেই আশা ক'রেই কি তুমি আমায় ঐ উপহার দিয়ে যাও ?

শশাঙ্ক! আবার তুমি পদ্মের কথা তুললে মনীষা ? ও লাল পদ্মের কথা তুমি ভুলে যাও ; যে রংয়ে আগুনের ছোঁয়াচ,—সে শুধু কামনা জাগিয়ে তোলে। দুদিন পরে তুমি যে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াবে—সেখানে নীলপদ্ম ফুটে আছে ; যে রং আকাশের বুকে, যে রং পাখীর চোখে,—সেই নীলপদ্ম তুমি খুঁজে পাবে মনীষা! ও রং তোমার চোখ আর মনকে জুড়িয়ে দেবে,—পুড়িয়ে দেবে না!

মনীষা। জানি, উত্তর পাবার দিন আমার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু একি নিষ্ঠুরতা! যে দিয়ে যায়,—সে বলে যায় না কেন ?

শশাঙ্ক। হয়ত পারে না মনীষা! ঐ অক্ষমতার পিছনে তারও হয়ত কোন শঙ্কা বা ভীরুতা লুকান আছে ; তাই সে পারে না ; পারার দুঃখ তাকে ও হয়ত' সমব্যথী করে তুলেছে!

মনীষা। না,—দুঃখ সে পায় না,—শুধু দিয়ে যায়! ভোরবেলা চোখ মেলে যখন সে উপহার দেখি তখন কেমন ক'রে তাকে বুকে আমি জড়িয়ে ধরি এ কথা সে জানে না! আমার বুকের আগুনে কুঁড়ির চোখ খোলে, কিন্তু মানুষের মুখ খোলে না! নির্দ্দয়,—পাষান সে!

( এমন সময় পার্থ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

শশাঙ্ক। এস, পার্থ, বসো—আমি একটু ঘুরে আসি।

( প্রস্থান)

পার্থ। মনীষা ! তুমি সত্যই চলে যাবে ?

মনীষা। কিন্তু মরে ত যাচ্ছি না ; এজন্য এত দুঃখ কেন ?

পার্থ। আমার মনের কথা তুমি জাননা,—তাই ও কথা বলছো।

মনীষা। আমার মন বলে কি কিছুই নেই ? আমার ও কি দুঃখ হয় না ?

পার্থ। দুঃখই যদি হয় তাহলে চলে যাচ্ছ কেন ?

মনীষা। যাওয়াটা আমার কর্ত্তব্য মনে করে চলে যাচ্ছি। আমার যাওয়ার পিছনে অনেকের মঙ্গল লুকান আছে বলেই চলে যাচ্ছি।

পার্থ। অন্যের কথা আমি জানি না। কিন্তু আমায় তুমি বড় আঘাত দিয়ে যাচ্ছ।

মনীষা। যদি বলি, তার চেয়ে সহস্রগুণ আঘাত বুকে নিয়ে আমি যাচ্ছি ; তাহ'লে সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

পার্থ। আমায় তুমি সঙ্গেও নিয়ে যেতে চাইছো না ; বল,—আমার অপরাধ কি মনীষা ?

মনীষা। আজ সে কথা থাক,—যাবার আগে তোমায় আমি দুঃখ দিয়ে যাব না। আমি চলে গেলে নিজের ভুল তুমি বুঝতে পারবে ;—পারত সংশোধন করে নিও।

পার্থ। জানি,—আজ তুমি এই কথাই বলবে ! আজ সম্পদ তোমার কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে বলে—মানুষের দাম কিছু নেই !

মনীষা। ( অনুনয় স্বরে ) পার্থ।

পার্থ। থাক, অত মিষ্টি ক'রে আর তুমি ডেকো না ; আধুনিকার আবার প্রেম !—অভিনেত্রীর আবার প্রেম !

মনীষা। আরও কিছু বলবে ? বলে যাও,—আঘাত আমি পাব না !

পার্থ। তোমাদের মন বলে কিছু আছে—যে আঘাত পাবে? মানুষ তোমাদের কাছে হোল একটা খেলার জিনিষ!

মনীষা। —আর তোমার কাছে? মানুষকে সত্যই যদি বড় করে দেখ তা'হ'লে এখানে তুমি আর এসো না! অনাদরে, লাঞ্ছনায় যেখানে তোমার স্ত্রী চোখের জলে দিন কাটাচ্ছে, সেইখানে ফিরে যাও!

পার্থ। আমার স্ত্রী?

মনীষা। যে কথা গোপন ক'রতে কত অভিনয় করেছো; মনে করেছিলে,—আমাকেও ফাঁকি দেবে!...ছিঃ!

পার্থ। দোষ আমি স্বীকার করছি: কিন্তু একটা দোষের জন্য আমদের ভালবাসা কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

মনীষা। ভালবাসা! তোমাদের আবার ভালবাসা! তোমাদের আবার প্রেম। যারা ঘরকে ভালবাসতে পারে না,—তারা ভালবাসবে পরকে!

পার্থ! মনীষা!

মনীষা। থাক; অত মিষ্টি করে তুমি আমায় ডেকো না; আধুনিকার মন,—অভিনেত্রীর মন—এত নরম নয় যে ঐ দুটো মিষ্টি কথায় বা একফোঁটা চোখের জলে গলে যাবে!

পার্থ! জানি; তাদের কাছে চোখের জলের চেয়ে টাকার দাম অনেক বেশী; আজ সামান্য ত্রুটিও তোমার কাছে অমার্জ্জনীয় মনে হচ্ছে। কিন্তু এতদিন ত সে কথা মনে হয়নি! সব জেনে আমায় এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন?

মনীষা। প্রশ্রয় আমি দিই'নি; ভদ্রতা করেছিলাম বলে, অপমান করে তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে পারিনি; মনে করেছিলাম—প্রতিদিনের ব্যর্থতা ভেবে হয়ত তুমি নিজের ভুল শুধরে নেবে।

পার্থ। চমৎকার ! সময় আর সুযোগ বুঝে অপরের ভুল বেশ আবিষ্কার করে ফেলো,—ছলনাময়ীর দল ! তোমাদের এই হঠাৎ তত্ত্বের পিছনে মহত্ত্ব কিছু নেই ; আছে অর্থের ওপর লোভ—আর ভোগের আকাঙ্খা ! বাইরেটা তোমাদের যতখানি চাকচিক্যে ভরা ভেতরটা ঠিক ততখানি কদর্য্যতায় পরিপূর্ণ।

**( কথার শেষে পার্থ ঝড়ের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল অরুণ মুখার্জ্জি )**

অরুণ। ঘর থেকে অমন ভাবে বেরিয়ে গেল কে ?

মনীষা। মানুষ।

অরুণ। মানুষ ! আমি মনে করেছিলাম "ফানুস বুঝি হবে।" যেভাবে start নিয়ে বার হোল—এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই আকাশে উঠে পড়েছে ;—শশাঙ্ক কোথায় ?

মনীষা। জানি না !

অরুণ। মানে ?

মনীষা। জা-নি-না।

অরুণ। হুঁ ; মেজাজটা আজ বিগড়ে গেল কেন মনীষা ?

মনীষা। জানি না.

অরুণ। হুঁ, এজন্য হয় ঐ ফানুস কিংবা শশাঙ্ক দায়ী ; মাথায় একটু অডিকোলন দিয়ে দেব ?

মনীষা। না,—তার চেয়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলে বেশী কাজ হবে !

অরুণ। বল কি, মনীষা ! সযত্নে বাঁধা কবরী তোমার ; যাকে আয়ত্তে আনতে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক সময় নিশ্চয় লেগে থাকবে,—আমার হাত পড়লে এক মিনিটে পাখীর বাসা হয়ে উঠবে যে

মনীষা। আমি লাঙ্গল চালাতে বলিনি ; শুধু হাত বোলাতে বলেছি।

অরুণ। মনীষা ! মাঝামাঝি কোন একটা কাজ বললে করতে পারি ; অত সাবধানী হয়ে কোন কাজ আমি পারি না !

মনীষা। বেশ, কোলে মাথা রেখে একটু শুতে ইচ্ছে হচ্ছে—আপত্তি আছে ?

অরুণ। না,—না,—আপত্তি কিসের ? ঘুমিয়ে পড়বে না ত ?

মনীষা। তা কি করে বলি ?

অরুণ। কিন্তু শশাঙ্ক যদি এসে পড়ে ?

মনীষা। যদি মানে ? নিশ্চয় আসবে ; কাজটা কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে হচ্ছে ?

অরুণ। না,-তা নয়, তবে বিনা দোষে বা অল্পদোষে মানুষ মাঝে মাঝে এত শাস্তি পায় যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় !

মনীষা। তাহ'লে শোওয়া হোল না !

অরুণ। মনীষা ! একজন যে কাজ সরল ও সুন্দর ভেবে করে, অন্যের কাছে তাই দোষনীয় বলে মনে হয় ! কি, চুপ ক'রে বসে আছ যে ? কথা কইছো না কেন ? কিছু বল মনীষা !

মনীষা। আজ আমি শুধু শুনে যাব ; মাত্র দুটি রাত ! দুটি রাতের সঞ্চয় আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে !

অরুণ। এমন বিদঘুটে কল্পনা তোমার মনে আজ জেগে উঠলো কেন ?

মনীষা। মানুষ বাস্তবকে হারিয়ে মন-গড়া কল্পনা নিয়েই বোধহয় সুখী হতে চায়।

অরুণ। তুমি আজ আমায় ভাবিয়ে তুললে মনীষা !

মনীষা। আমার দুর্ভাগ্য—যে মানুষকে আমি সুখী করতে পারলাম না।

অরুণ। তোমার দুঃখের বোঝা আমায় কিছু দেবে মনীষা ?

মনীষা। দেবার পালা আমার শেষ হয়ে গেছে; আমি নিঃস্ব! আমি রিক্ত! এমন চিহ্ন আমি পিছনে ফেলে এসেছি যে শত চেষ্টায় তাকে আমি মুছে ফেলতে পারছি না।

অরুণ। তোমার চিহ্ন!

মনীষা। শুধু যদি চিহ্ন হোত—মুছে দিতাম! সে আমার অন্তরের অনুভূতি! রক্তের প্রতি কণায় তার স্পর্শ লেগে আছে।

অরুণ। কে সে মনীষা?

মনীষা। যাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করে এসেছি; সে হত্যার পিছনে এক ফোঁটা রক্ত ছিল না;—শুধু কয়েক ফোঁটা জল আমার বুকে এসে পড়েছিল; তারপর কি হোল—আমি চেয়েও দেখিনি।

অরুণ। মনীষা! মনীষা!

মনীষা। মনে করেছিল দুফোঁটা চোখের জলে সে আমায় বেঁধে রাখবে! তা যদি হ'ত তাহ'লে অশ্রুর এত অপচয় বোধহয় হোত না। উঃ! ভগবান!

অরুণ। যাকে উপেক্ষা করে পলে পলে তুমি মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করছো—সে কে মনীষা?

মনীষা। উপেক্ষা যে কতবড় নিষ্ঠুরতা সে তুমি বুঝবে না!—জীবনে যার জন্য এত আয়োজন, তাকে বিসর্জ্জন দেবার যে কি জ্বালা সে শুধু আমিই জানি। উঃ! ভগবান!…কি করেছি!!!

( কথার শেষে মনীষা পাগলের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল শশাঙ্ক )

শশাঙ্ক। অরুণ!

অরুণ। এস, মনীষা আজ বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে!

শশাঙ্ক। আমি জানি অরুণ। মাঝে মাঝে সে এম্নি ধারা করে ;—তখন ওকে মানুষ বলে মনে হয় না ;—মনে হয় অশরীরী আত্মা যেন চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কোন কোন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় অরুণ! তখন, কখনও হাসে—কখনও বা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে! সে-সময় যদি ওকে দেখ—মনে হবে, ঝড়ের পর রজনীগন্ধার ঝাড় যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে!

অরুণ। সে আত্মার পিছনে আর কতদিন ছুটবে শশাঙ্ক? দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনীর বিভীষিকা বুকে নিয়ে তুমিও একদিন ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে!

শশাঙ্ক। আর বেশী দিন নয় অরুণ! যবনিকা নেমে আসছে :—এ নাটক শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই! সে বম্বে চলে গেলে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

অরুণ। সে কি ফিরে আসবে না?

শশাঙ্ক। হয়ত' সে ফিরে আসবে; কিন্তু তখন হয়ত আমি আর থাকবো না,—এবার আমি ছুটি নেব!

অরুণ। আমি চলি, শশাঙ্ক! এ-ঘরের বাতাস আমার যেন অসহ্য মনে হচ্ছে!

শশাঙ্ক। না,—না—চলে যেও না ভাই : মনীষাকে শান্ত করে যেও। মাত্র একটা রাত অরুণ! কাল আর কোন সমস্যা থাকবে না।—আমার অনুরোধ তুমি রাখ; মনীষাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

( কথার শেষে শশাঙ্ক কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অরুণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে মনীষা আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহাকে দেখিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত বলিয়া মনে হয় )

মনীষা। এখনও বসে আছ ?—কি,—উত্তর দিচ্ছ না যে ?

অরুণ। বলার কিছু নেই মনীষা।

মনীষা। ও, রাগ করেছো ? সত্যই ত—মানুষের পাগলামি কেউ হাসি মুখে সহ্য করে ? বুঝি সব,—তবু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না; মনে করি কাউকে দুঃখ দেব না; কিন্তু সেই কাজ করে বসি। লক্ষীটি! আমার ওপর রাগ করো না!

অরুণ। আমি রাগ করিনি, মনীষা!

মনীষা। কিন্তু পার্থ হলে রাগ করতো,—বিরক্ত হোত।

অরুণ। পার্থ ?—সে আবার কে ?

মনীষা। যাকে তুমি ফানুস বলে ভুল করেছিলে; মস্ত বড়লোকের ছেলে! টাকা-পয়সা নিযে ছিনিমিনি খেলে,—তাই মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়; কিন্তু তা কেমন করে হবে? ভাল করে না ভেবে নিজের মনটা কি অপবের হাতে তুলে দেওয়া যায়? একবার না ভেবে এই অবস্থা হয়েছে—আবার ? ছিঃ !!

অরুণ। মনীষা! তোমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস এইখানে শেষ করে দাও,—একটু বিশ্রাম করো!

মনীষা। বিশ্রাম আমি চাই, কিন্তু পাই না। যখনই বিশ্রাম নেব' ভাবি, তখনই সে যেন আরও আমায় পেয়ে বসে! কেন যে আজও আমার বুকে সে বাসা বেঁধে আছে—বুঝি না; তার জন্য একটুও দয়া, মায়া বা ভালবাসা আমার নেই;—একথা সে বোঝে না) কেন ?···পাগল···পাগল সে!

( কথার শেষে মনীষা পাগলের মত খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল

অরুণ। মনীষা! প্রকৃতিস্থ হও···লক্ষীটি!

মনীষা। টেবিলের ওপর ঘুমের ওষুধ আছে; এক দাগ আমার মুখে ঢেলে দাও;—আর আমি পারি না! ভগবান! আমায় কাছে টেনে নাও!

( অরুণ একদাগ ঔষধ মনীষার মুখে ঢালিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পর মনীষার দেহ অবশ হইয়া সোফার উপর ঢলিয়া পড়িল; অরুণ বাতি নিভাইয়া দিয়া সন্তর্পণে কক্ষের বাহির হইয়া গেল; পর মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল শশাঙ্ক—হাতে তার একটি "লাল পদ্মের" কুঁড়ি! ফুলটি সন্তর্পণে মনীষার বুকের কাছে রাখিয়া দিয়া শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল;—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনীষার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল )

মনীষা। কে,—কে তুমি?

শশাঙ্ক। আমি, মনীষা! ভয় পেয়ে গেলে?

( সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল )

মনীষা। তুমি? আমি মনে করেছিলাম "বাতাস বুঝি হবে"। আজ তুমি ধরা পড়ে গেছ, আমার শেষ অনুরোধ—বলো,—কেন তুমি এ উপহার দিয়ে যাও? তোমার পায়ে পড়ি।

শশাঙ্ক। মনীষা! সকলে তোমায় পাঁক বলে মনে করে, কিন্তু আমি তোমায় পদ্ম বলে মনে করি; তাই ও-ফুল আমি তোমায় দিয়ে যাই।

মনীষা। বেশ,—পদ্ম বলেই তুমি আমায় মনে রেখো; নিশি-পদ্মের মত আমি দূর থেকে চাঁদের পানে চেয়ে থাকবো; দুজনের মাঝে থাকবে—অনন্ত ব্যবধান!—চিরদিন,—চিরকাল! কিন্তু আমি তোমায় কি বলে মনে রাখবো?

শশাঙ্ক। আমায় তুমি কাঁটা বলে মনে রেখো মনীষা! আজ থেকে আমি তোমার কাঁটা হয়ে রইলাম!

( পট পরিবর্ত্তন )

## পঞ্চম দৃশ্য

লীনাদের বাটী। সময়—সকাল।

(ঘরের ভিতর লীনার মা ও বাবা কথা কহিতেছিলেন)

মিঃ মিত্র। আমি জানতাম সাবু, শশাঙ্ক আমাদের brilliant boy!—খাসা ছেলে সে! অল্পদিনের ভেতর সে এত উন্নতি করেছে যে গাড়ী আর বাড়ী ত করেই নিল,—বিলাত যাবারও আশা রাখে। অবস্থা বিপর্যয়ে যখন সে M.A. পড়া ছেড়ে দিল তখন আমি Collegeএ পড়ার খরচ পর্য্যন্ত দিইনি;—অথচ তার মায়ের কাছে কথা দিয়েছিলাম বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাব।—শুধু তাই নয়,—শেষের দিকে আমরা তাকে এড়িয়ে চলতাম।

সাবিত্রী। সেকথা শশাঙ্ক হয়ত' বুঝতে পারেনি। লীনার সম্বন্ধে আগ্রহটা যেন বেশী বলেই মনে হয়।

মিঃ মিত্র। কি জানি সাবু! সে এখন অনেক ধনী, অনেক বড় বড় পরিবার তার মত ছেলের আশায় হাত বাড়িয়ে বসে আছে! আগ্রহটা বেশী বলেই বেশী সন্দেহ হয়!

[ লীনার প্রবেশ

মিঃ মিত্র। এই যে লীনা! তুমি আজকাল ঘুম থেকে বড় দেরী করে উঠ্ছো মা! এ-বয়েসে এত আলস্য ত ভাল নয়!

লীনা। এর জন্য শশাঙ্কদা দায়ী। কাল শশাঙ্কদা একটা পার্টি দিয়েছিল পার্টি শেষ হ'তে ভয়ানক দেরী হয়ে গেল, তাই উঠতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

[ সাহেবী পোষাকে শশাঙ্কের প্রবেশ ]

সাবিত্রী। এই যে শশাঙ্ক, এসো বাবা,—এতক্ষণ তোমার কথাই হ'চ্ছিল।

মিঃ মিত্র। শুনলাম তুমি নাকি কাল একটা পার্টি দিয়েছিলে? পার্টি কেমন হোল?

শশাঙ্ক। খুব ভাল; লীনার গান শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম!

সাবিত্রী। কিন্তু লীনার গান ত তুমি অনেক শুনেছ বাবা।

শশাঙ্ক। তা শুনেছি; লীনার গান আমার কাছে কোনদিন পুরান হবে হবে না। ভাল লাগে বলে লোভটা আমার চিরদিনের; হয়ত' আরও অনেক ভাল গাইয়ে আছে;—কিন্তু তাদের গান আমার মনকে যেন নাড়া দিতে পারে না; আমার ভাল লাগাটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব জিনিষ;—যাক্, এক কাপ চা খাওয়াবে, লীনা?

লীনা। Oh Sure!

সাবিত্রী। আচ্ছা তোমরা বসে গল্প করো;—চায়ের কথা বলে দিচ্ছি।

( সাবিত্রী ও মিঃ মিত্র কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন )

লীনা। তুমি আজকাল বড় দুষ্টু হয়েছো শশাঙ্কদা! মা-বাবার সামনে ওভাবে Flirt করে? এত লজ্জা হচ্ছিল আমার! আচ্ছা, শশাঙ্কদা! বিলাত গেলে আমাদের ভুলে যাবে না ত?

শশাঙ্ক। পাগল হয়েছো লীনা! বিলাত গেলে কি মানুষ মানুষকে ভুলে যায়? আমার ধারণা বিলাত না গেলেই মানুষ মানুষকে ভুলে যায়; ও-দেশটা ঘুরে না এলে,—মানুষ,—মানুষই নয়!

লীনা। কি যে বলো; তুমি বিলাত না গেলে কি আমরা তোমায় ভুলে যাব?—তোমাকে আমরা অমানুষ মনে করবো?

শশাঙ্ক। কিন্তু তপনবাবু ঐ কথাই বলেন।

লীনা। Rubbish! তুমি সেই কথাটা বেদবাক্য বলে ধ'রে নিয়েছ? I am fed up with his London and American talks.

( বেয়ারা ট্রে তে দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল )

লীনা। তোরা কি ভেবেছিস বলত’ ? চা কি বাগান থেকে তুলে এনে তৈরী করলি ? তোদের না তাড়ালে শিক্ষা হবে না !

[ উত্তর না দিয়া বেয়ারা প্রস্থান করিল ]

শশাঙ্ক। কেন মাথা খারাপ করছো ? নাও,—চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। এমন আর কি দেরী হয়েছে ? কত লোক ইচ্ছে ক’রে মানুষকে অপমান বা অবহেলা করে ;—সেগুলোও মাঝে মাঝে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু চাকরে দোষ করে বোকামীর জন্য।

লীনা। কিন্তু আমি এসব পছন্দ করি না।

শশাঙ্ক। পছন্দের ওপর সব জিনিস নির্ভর করে না, লীনা! সংসারে থাকতে হলে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো মানিয়ে চলাই ভাল !

লীনা। তোমার হিতোপদেশ থামাও ; উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তোমার মনটা আজকাল বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে !

শশাঙ্ক। মনটা কি চিরকাল অচেতন হয়ে থাকবে লীনা ?

লীনা। ( চমকাইয়া ) মানে ?

( ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অলক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

অলক। Halloo ! Good morning to both of you. কপোত, কপোতীর মত দুটিতে বসে সকাল থেকে কি সুরু করেছ ?

শশাঙ্ক। আরে,—অলক ! বসো।

লীনা। তোমরা বস ; মা বোধহয় আমায় ডাকছেন ;

( প্রস্থান )

শশাঙ্ক। তুমি কাল পার্টিতে গেলে না কেন ?—এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত জানবে।

অলক। সামান্য কারণে যদি দুঃখ পাও, তাহলে দুঃখের বোঝা কোনদিনও কম হবে না।

শশাঙ্ক। কিন্তু বনানী তোমার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছিল, অলক !

অলক। বনানীর অস্থিরতা—বাঁদর ছাড়া আর কেউ শান্ত করতে পারে না ! জান শশাঙ্ক,—ওদের জন্য আমি মদ ছাড়তে পারি না ; ওদের মত প্রজাপতিরা যখন আমার Bank Balance উপলক্ষ্য করে রঙিন পাখা মেলে ধরে,—তখন ওদের আমি বুঝিয়ে দিই যে প্রজাপতির রঙিন পাখার চেয়ে মদের রঙিন গ্লাস আমার কাছে বেশী মূল্যবান।

শশাঙ্ক। এ ভাবে এড়িয়ে চলা ছাড়া আর কি কোন উপায় নেই ?

অলক। তুমি জান না, শশাঙ্ক ! কেউ কেউ জোঁকের মত এমন আঁকড়ে থাকে যে ভদ্রভাবে এড়িয়ে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ! ওদের কাঙালপনা দেখে মঝে মাঝে আমি নিজেও দুঃখ পাই।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, আমি তাহ'লে উঠি,—কি বলো ?

অলক। অনুরোধটা আমিই করবো মনে করেছিলাম। লীনার অনুপস্থিতিতে তোমার চলে যাওয়াটা বেশ Dramatic Exit হবে !

শশাঙ্ক। কিন্তু ঠিক সময়ে লীনাকে নিয়ে যাওয়া চাই ;—ভুলো না !

অলক। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, মনীষার অভিনয়টা যেন মারাত্মক হয় !

[ শশাঙ্ক প্রস্থান করিলে অন্য দ্বার দিয়া লীনা প্রবেশ করিল ]

লীনা। শশাঙ্কদা কোথায় ?

অলক। চলে গেছে।

লীনা। মানে ?

অলক। He has gone

লীনা। চলে যাওয়ার অর্থ যে he has gone তা আমি জানি! আমি কারণটা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

অলক। সে আজ একটু ব্যস্ত আছে লীনা; মনীষা আজ বম্বে চলে যাবে কিনা,—তাই। তোমাকে অনেক করে যেতে বলে গেল; যাবে ত?

লীনা। যাব। আচ্ছা,—মনীষা দেবী কি সত্যই আত্মীয়া হন?

অলক। তুমি মুষড়ে পড়ছো কেন? মনীষা ত চলেই যাচ্ছে।

লীনা। কথার মাঝখানে এমন ডুম করে কথা বলো—যার অর্থ হয় না।

অলক। Blank fire লীনা! শুধু শব্দময়! আঘাত দেবার ক্ষমতা কিছু নেই।

লীনা। শব্দ হলেও—মারাত্মক শব্দ! চমকে উঠি!

অলক। ওটা শব্দের দোষ নয় লীনা;—Unaccustomed Earএর দোষ;—অনভ্যস্ত কাণ। অনেকদিন পরে শুনছো কিনা—তাই অমন মনে হচ্ছে; অভ্যাস হ'য়ে গেলে দেখবে ওগুলো কত innocent এবং কত harmless! চলি,—লীনা Dear! তৈরী থেকো। Cheer you!

(প্রস্থান)

যবনিকা

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। সময়—অপরাহ্ন।

[ শশাঙ্ক ও মনীষা বসিয়া কথা কহিতেছিল ]

মনীষা। এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো! আজ সারাদিন তুমি অমানুষিক পরিশ্রম করেছো। আমার জন্য এত আয়োজন,—এত সমারোহ কেন ?

শশাঙ্ক। তুমি চলে গেলে, সব সমারোহ শেষ হ'য়ে যাবে মনীষা! কাল থেকে প্রচুর অবসর আমি পাব ; সাধ মিটিয়ে বিশ্রাম করে নেব।

মনীষা। যাবার সময় তুমি ছাড়া আর যদি কেউ না থাকে তাহ'লে আমি খুব খুসী হোতাম।

শশাঙ্ক। তাহ'লে আমি হয়ত কেঁদে ফেলতাম মনীষা!

মনীষা। তাহ'লে মস্ত বড় সান্ত্বনা পেতাম—যে আমার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে একজনও অন্ততঃ অবশিষ্ট রইলো। দেবার ক্ষমতা নেই বলে—সান্ত্বনা পাবার কাঙ্গালপণা যেন প্রতিদিন আমার বেড়েই চলেছে!

শশাঙ্ক। তোমার এ কাঙ্গালপণার পিছনে কত বড় মহত্ব যে লুকান আছে—সে শুধু আমি জানি মনীষা। মনীষা! কুবেরের সন্ধান না পেলে কি কোন প্রতিকার হবে না ?

মনীষা। আজ আমার সমস্ত ভার তোমার হাতে তুলে দিলাম। জানি, তুমি আমার ওপর কোন দিনও অন্যায় কিছু করবে না ; নিজের

স্বার্থকে বড় করে দেখা ছাড়া,—আমার আর অন্য কোন উপায় নেই।

শশাঙ্ক। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মনীষা ; তোমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তোমার ওপর অন্যায় আমি করবো না। তোমায় আমি আশ্রয় দিয়েছি ; আশ্রিতের মর্যাদা আমি নিশ্চয় রাখবো। তোমাকে আমি সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবো—এ আশা কিন্তু চিরকাল থাকবে !

মনীষা। জানি ; কিন্তু তোমার মত দেবতার পায়ে অর্ঘ দেবার আজ আমার কিছুই অবশিষ্ট নেই !

( অরুণের প্রবেশ )

অরুণ। ভুল বললে মনীষা ! যারা ব্যর্থ,—যারা লাঞ্ছিত, তারাই ভগবানের দয়া পাবার শ্রেষ্ঠ অধিকারী !

শশাঙ্ক। কিন্তু পায় না !

অরুণ। তার কারণ ভগবান নেই। সবই নিজের কর্ম্মফল !

মনীষা। আপনি কর্ম্মফল মানেন ?

অরুণ। মানি,—কিন্তু ভগবানকে বাদ দিয়ে। কেউ যদি মদ খেয়ে Liver abscess এ ভোগে,—আমি কর্ম্মফল বলে নিশ্চয় স্বীকার করবো ; কিন্তু সে জন্য যদি ভগবানকে মানত করতে দেখি, তাহ'লে আমি উপদেশ দেব,—ডাক্তার দেখাতে !

মনীষা। কিন্তু—ডাক্তার কি সব রোগ সারাতে পারে ?

অরুণ। অন্ততঃ 50% পারে। ভগবানের বেলায় কিন্তু সিকিতেও দাঁড়ায় না।

( এমন সময় নেপথ্যে কাহার কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। )

শশাঙ্ক। আরে,—এ যে গরীবদাসের গলা শুনছি !

( শশাঙ্ক উঠিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল ও পরমুহূর্ত্তে গরীবদাসকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। গরীবদাসের বয়স ৫০ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার পরণে মিহি ধুতি, গলাবন্ধ long coat, মাথায় পাগড়ী ও কাণে হীরার টপ ! চেহারাটী হৃষ্টপুষ্ট ও ভূড়ীসার। )

গরীবদাস। নমস্তে, মনসা দেবী !

মনীষা। নমস্কার ! বসুন !

শশাঙ্ক। ইনি,—আমাদের বন্ধু, অরুণ মুখার্জ্জি।

গরীবদাস। নমস্তে, আরণ্য বাবু,—নমস্তে !

অরুণ। নমস্তে, শেঠজী ! তারপর শেঠজী,—হঠাৎ, এমন··· অসময়ে যে···?

গরীবদাস। রামজীকি মর্জ্জি—আরণ্য বাবু ! ভাবিল একবার দেখিয়া আসি,—বোন্দবস্ত সোব ঠিক আছে কি নেহি !

শশাঙ্ক। সব ঠিক আছে, শেঠজী। মনীষা ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যাবে।

গরীবদাস। ই তো সচ্ বাত আছে ! আপলোক সোব ভদর লোক আছেন : ভদর লোকের বাত কি ঝুটা হতে পারে ?

শশাঙ্ক। অনর্থক কষ্ট হোল শেঠজী।

গরীবদাস। রামজী কহিয়ে,—কুছ কোষ্টো নেহি ? কুষ্টোকে ডর খাইলে চোলে সুসাংঘ্ বাবু ?

অরুণ। আপনার হাতে ওটা কি ?

গরীবদাস। রামজী কহিয়ে ! হামি বিলকুল ভুলিয়া গেলো। হামি হিরোইং মনসাদেবী বাস্তে একঠো সাড়ী খরিদ করিয়াছে।

মনীষা। দেখি,—করেছেন কি ? এ যে ভয়ানক দামী সাড়ী !

গরীবদাস। কুছ নেহি মনসা দেবী ! ত্রিশ লাখ রুপিয়া খোরোচ হইবে,—

আর হিরোইন কঁড়ীয়া সাড়ী পড়িবে না ? আপকি কেয়া রায় আরণ্য বাবু ? রামজী কহিয়ে !

অরুণ। আমার ও ঠিক ঐ মত শেঠজী ! যেখানে তিরিশ লাখ খরচ— সেখানে হিরোইন যদি সাড়ী, গয়না না পরে—তাহলে খরচটা হবে কিসে ?

মনীষা। কিন্তু আমার যে গরীব মেয়ের পার্ট !

গরীবদাস। হামি বড়া আদমি করিয়া দিবে ! হামি ভোঁস সাহেবকো কহিবে একঠো ডার্ব্বিকা প্রাইজ বোন্দবস্ত করিতে ; সাদীকা বখত খবর আসিবে প্রাইজ উঠিয়াছে ; ই সোব কাম আসানী আছে,—মন্‌সা দেবী !

শশাঙ্ক। অত হাঙ্গামার দরকার কি শেঠজী ! সাড়ী, গয়না না থাক,— চোখের জল এত আছে—যে মাত হয়ে যাবে !

গরীবদাস। রামজী কহিয়ে। আদমী সব পয়সা খোরোচ করিয়া সিরিফ আঁশু দেখিবে ?

মনীষা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন শেঠজী ! চোখের জলে বাজিমাৎ হয় না ; তা ছাড়া মানুষে চোখের জল দেখেও না।

গরীবদাস। বিলকুল সচ্ বাৎ কহিয়াছে, মনসা দেবী ! ত্রিশ লাখ খরচ,— ফিরভি আঁশু হি আঁশু ! রামজী কহিয়ে ! হামি সোব ঠিক করিয়া দিবে। হামি সোব জানে ; ই সোব কাম আসানী আছে,—মনসা দেবী !

অরুণ। বাস—বাস ! আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। হিরোইনকে বেশী কাঁদালে যদি চোখ খারাপ হয়—ফ্যাসাদে পড়বেন,—মনে রাখবেন শেঠজী !

গরীবদাস। রামজী কহিয়ে! আপলোক নিশ্চিন্ত রহিয়ে; হামারা জবান ঝুটা হইবে না আরণ্যবাবু!—নমস্তে!

( প্রস্থান )

অরুণ। হিরোইন যদি না কাঁদে তাহ'লে ভোস সাহেবকে কাঁদতে হবে! অশেষ দুর্গতি আছে দেখ্‌ছি! আচ্ছা,—আমি চলি,—ষ্টেশনে দেখা হবে।

**( অরুণ চলিয়া যাইবার পর মনীসা উঠিয়া আসিয়া শশাঙ্কের পাশে বসিল ও শশাঙ্কের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। )**

মনীষা। ওকি! হাত দুটো ছাড়িয়ে নিচ্ছ কেন?

শশাঙ্ক। মানে,—দেখ, মনীষা! হাত দুটো বন্দী হ'য়ে থাকলে মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বেরুবে না!

মনীষা। বেশত' চুপ করে বসে থাক; হাত দুটো যেখানে আছে থাক।

**( এমন সময় অলক সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মনীষা ও শশাঙ্ককে সেই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অলক একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল )**

শশাঙ্ক। আরে,—এস অলক! এত দেরী করলে কেন? লীনা কোথায়?

অলক। গুনছেঁড়া ধনুকের মত দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?…বস!

শশাঙ্ক। বসছি,—কিন্তু লীনাকে নিয়ে এলে না কেন?

অলক। আসবে, বন্ধু,—আসবে! She is a bit busy with her toilet.

শশাঙ্ক। আচ্ছা, তোমরা বসো,—আমি আসছি!

( প্রস্থান )

অলক। তাইত' মনীষা—তুমি দেখছি শেষ পর্য্যন্ত শশাঙ্ককে অকূলে ভাসালে। তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছো? একজনের

ক্ষতি বাঁচাতে গিয়ে নিজের এতবড় ক্ষতি সে করে বসেছে যে সারা জীবনে বোধ হয় সংশোধন হবে না।

মনীষা। আমার কি করা উচিত,—বলুন ?

অলক। কিছু না, চুপ করে শুধু দেখে যাও. ভালবেসে যারা দেউলিয়া হয়ে যায়—তাদের দুঃখ পাওয়া উচিত।—যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড!

মনীষা। এ আপনার মনের কথা নয়; সমব্যথী মনে বন্ধুর জন্য যে কত ব্যথা লুকান আছে,—তা আমি জানি। আচ্ছা, আপনি কাউকে ভালবেসেছেন অলকবাবু!

অলক। ইচ্ছে ছিল, কিন্তু Chance পেলাম না। মধুর লোভে মৌমাছি-দের ভীড় দেখে আমি আর কামড়ের ভয়ে এগিয়ে যেতে পারিনি।

(লীনার প্রবেশ)

অলক। আরে,—এসো লীনা! তুমি কিন্তু ভয়ানক দেরী ক'রে ফেলেছো!

লীনা। Better late than never. শশাঙ্কদা কোথায় ?

অলক। তুমি যে শশাঙ্ক বিহনে দুনিয়াটা একেবারে অন্ধকার দেখছো! বস,—সে নিশ্চয় আসবে।

মনীষা। তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা হ'ল না লীনা! মাত্র একটা দিনের আলাপ—সে দিনের পার্টিতে। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো!

লীনা। তুমি বম্বে যাচ্ছ কেন, মনীষাদি ?

মনীষা। একটা ভাল কাজ পেয়েছি লীনা। সকলের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত।

লীনা। কিন্তু একা বাইরে থাকার অনেক বিপদ ও আছে।

( শশাঙ্কের প্রবেশ )

শশাঙ্ক। বিপদকে ভয় করে, ঘরে বসে থাকলে কি চলে, লীনা? বিপদ, দুঃখ, ভয়—এগুলো হোল মানুষের জীবনে—কষ্টি পাথর। যাদের লক্ষ্য বলে কিছু নেই,—তারা ঘরে বসে থাকুক; কিন্তু দুর্লভকে পাবার আশা যারা রাখে,—তাদের বিপদকে ভয় করলে কি চলে? চল, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি।

( লীনা ও শশাঙ্কের প্রস্থান )

মনীষা। লীনার জন্য ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে। নেহাত ই ছেলেমানুষ!

অলক। তাই বলে, শশাঙ্কের অপমানটা যেন ভুলে যেও না, মনীষা! লীনা যদি সত্যই শশাঙ্ককে ভালবাসে; তাহ'লে আজকের অভিনয় তার কাছে কষ্টের কারণ হবে না!— যদি হয়, তাহলে দু নৌকায় পা দিলে সকলের যা হয় লীনারও তাই হবে! আচ্ছা, আমি চলি।

( এমন সময়ে সাহেবী পোষাকে তপনকুমার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

তপন। Halloo; Good afternoon! তারপর কতক্ষণ এসেছেন, অলকবাবু?

অলক। অনেকক্ষণ হবে।—আপনারা বসুন।

( প্রস্থান )

মনীষা। আপনার দেরী দেখে মনে হোল আপনি বুঝি এলেন না!

তপন। না, না—সে কি কথা! তোমার জন্য একটা present কিনবো বলে সারা সহরটা খুঁজে বেড়াতে হোল! এস, মনীষা! নিজের হাতে তোমায় আমি পরিয়ে দিই।

( তপনকুমার Casket হইতে একটি হার বাহির করিয়া মনীষার গলায় পরাইয়া দিল। পিছনের খোলা জানালা দিয়া লীনা সব কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখিল। )

মনীষা। এ কি করেছেন? এত দামী হার এনেছেন? কিন্তু আমার যে দেবার কিছুই নেই, আমি বড় নিঃস্ব।

তপন। সমুদ্র নিজের অস্তিত্ব ভুলে থাকে বলে সহজে বান আসে না মনীষা। তার বুকে কত মাণিক লুকান আছে। সে কথা সে জানে না বলেই—হিসাব কিছু রাখে না।

মনীষা। চলুন,—উপরে গিয়ে বসি, যাবার সময় হ যে এল, তৈরী হ'য়ে নিতে হবে।

( মনীষা বিলাতী কায়দায় তপনকুমারের হাত জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তে অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল লীনা ও শশাঙ্ক। )

শশাঙ্ক। ও কি,—অমন করছো কেন?

লীনা। আমায় দয়া করে বাড়ী রেখে আসবে চল, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে আমি থাকবো না। উঃ। কি ভণ্ড এই পুরুষজাত! এদের একটুও বিশ্বাস করতে নেই!

শশাঙ্ক। এতই যদি অবিশ্বাস, তাহলে আমায় সঙ্গে যেতে বলছো কেন?

লীনা। তোমার পায়ে পড়ি, কথা বাড়িও না। উঃ। মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো আমার।

( লীনা একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল )

শশাঙ্ক। সত্যি, লীনা। আমি জানতাম না তপনবাবু মনীষাকে এত ভালবাসেন।—একটু ভাল মনে হচ্ছে? একটু ওডিকোলন দিয়ে দেব।

( টেবিলের উপর রক্ষিত ওডিকোলনের শিশি দেখাইয়া )

লীনা। ওডিকোলন? ওতে কি মাথা ব্যথা সারে? তার ওপর ওটা আবার 'টাটা' ব্রাণ্ড দেখছি; মাথা আরও টাটিয়ে উঠবে। আমায় তুলে একটু দাঁড় করিয়ে দাও; তোমার ওপর ভর দিয়ে কোন রকমে ট্যাক্সি পর্য্যন্ত পৌছে যাব!

( অলকের প্রবেশ )

অলক। না, না—শরীরের এ অবস্থা নিয়ে কি পথে নামে লীনা ?

লীনা। মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনে গা জ্বালা করে,—অলকদা !

অলক। তাইত' ! মাথা ঘোরা, তার ওপর গা জ্বালা ? Symptoms-গুলো—ভাল বলে মনে হচ্ছে না লীনা ! হয় Pressure symptoms কিংবা torpid liver হবে ! ডাঃ ধুরন্ধর স্থরকে একবার খবর দেব ?

লীনা। কি বল্লে ? আমি কি কুকুর,—যে তাকে ডেকে পাঠাবে ?

অলক। আমায় ক্ষমা করো লীনা ! ডাঃ স্থর যে Veterinary ডাক্তার আমি সত্যই জানতাম না, যতসব idiot ! রাস্তার ধারে এত Veterinary ডাক্তারের ছড়াছড়ি কেন,—বলতে পার শশাঙ্ক ? ওরা কি মনে করেছে—যে মানুষগুলো সব জানোয়ার হ'য়ে গেছে ? লীনা, আমি একজন ভাল হোমিওপ্যাথকে ডেকে পাঠাচ্ছি ; বুঝলে লীনা ! বড় স্নিগ্ধ ওষুধ,——খেতেও ভাল ! শরীরের জ্বালা কমাতে অব্যর্থ একেবারে ! Higher dilution-এর একফোঁটা এটম বোমার মত কাজ করবে !

লীনা। কোন প্যাথ আমার দরকার নেই অলকদা ! দরকার হোল পথ ; সেই পথটুকু কেউ যদি সঙ্গে যাও—তাহ'লে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো !

অলক। এ কি বলছো লীনা ! তোমার এই অবস্থা,—আর আমি সঙ্গে যাব না ? তোমার অলকদা যত অপদার্থই হোক—মানুষের দুঃখে সে সাড়া না দিয়ে পারে না ! চল লক্ষ্মীটি ! আজ থেকে অলকদা তোমার চিরসাথী হ'য়ে রইলো !

( উভয়ের প্রস্থান )

পট পরিবর্ত্তন

## দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রঃ চ্যাটার্জ্জির বাটী। সময়—সকাল।

( শুক্লা টেবিলের সামনে বসিয়া একটি খাতায় কি যেন লিখিতেছিল )

নেপথ্যে—শুক্লা,—মা।

( প্রঃ চ্যাটার্জ্জির প্রবেশ )

চ্যাটার্জ্জি। কি করছিলে মা ? তুমি আজকাল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছ মা। আমি কি কোন দোষ করেছি ?

শুক্লা। আর আমায় লজ্জা দেবেন না! কত বড় লজ্জা নিয়ে যে এ বাড়ীতে এখনও আমি আছি তা ভগবান জানেন! দাদার কথা মনে হ'লে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে ;—আত্মগ্লানিতে সারা মনটা বিষিয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় না,—আপনার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াই!

চ্যাটার্জ্জি। কিন্তু তার জন্যে তুমি কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ মা ? আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি সে যেন দীর্ঘায়ু হয়, নিজের ভুল যেন বুঝতে পারে। আমার বিশ্বাস আছে,—একদিন সে নিজের ভুল নিশ্চয় বুঝতে পারবে।

শুক্লা। আপনার কথা যেন সত্য হয় ; কিন্তু বুকের মধ্যে যে আগুন আপনি হাঁসি দিয়ে চেপে রেখেছেন, সে আগুন আপনাকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আমায় বিদায় দিন!

চ্যাটার্জ্জি। তুমি চলে যেতে চাও মা ? কিন্তু তোমাদের ওপর আমার ত কোন বিদ্বেষ নেই মা! আমি ওদের যথার্থ শিক্ষা দিতে পারিনি বলে—ওরা বোধ হয় এমন ভুল করে বসলো। তা ছাড়া কুবের একা দোষী হবে কেন ; আমার মালা ত শিশু ছিল না!

শুক্লা। পৃথিবীটা আজ আমার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আপনার মত মহাপুরুষকে যে অপমান করতে পারে,—সে মানুষ নামের অযোগ্য! তার পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়!

চ্যাটার্জ্জি। না, মা; ওদের ওপর এত বিরূপ হয়ে উঠো না! মনকে শান্ত করো; পৃথিবীতে এ ঘটনা নূতন নয় মা! ধ্বংসের ওপরই মহামানব এসে দাঁড়ায়:—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এ ত মিছে কথা নয় মা! হয়ত শিশুর বেশ ধরে মহামানব আজ আমার কোলে ফিরে এসেছে। ওদের জন্য প্রার্থনা করো শুক্লা,—ওদের যেন সুমতি হয়,—ওরা যেন ফিরে আসে! অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে আমরা যেন ওদের মালিন্য মুছে দিতে পারি; ও! তমসো মা জ্যোতির্গময়!

শুক্লা। এ কি,—কাঁদছেন? উঃ।··ভগবান।

চ্যাটার্জ্জি। আমার এ চোখের জল,—আমারই দুর্ব্বলতা মা! এখনও যেটুকু দুর্ব্বলতা আছে—তা যেন ধুয়ে মুছে যায়!

শুক্লা। আপনি আমায় ছুটি দিন; জীবনে অনেক মৃত্যু আমি দেখেছি —কিন্তু এভাবে তিলে তিলে মৃত্যু আমি সহ্য কর্ব্বো না!

চ্যাটার্জ্জি। মা,—শুক্লা!

শুক্লা। আমায় ক্ষমা করুন! আপনার অবাধ্য হওয়া নিয়তির পরিহাস!

চ্যাটার্জ্জি। বেশ। কিন্তু যদি কোন দিন চলার পথে বিঘ্ন এসে দাঁড়ায় তুমি আমার কাছে ফিরে এস মা! আমি দুয়ার খুলে বসে থাকবো।.. ...কিন্তু মালার ছেলের কি হবে?

শুক্লা। সে এইখানে থাকবে। আমি সব বন্দোবস্ত করেছি; একজন গরীব ভদ্রমহিলা আজ দুপুরে এখানে আসবেন। খুব গরীব;—একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে সে মালার ছেলেকে মানুষ করে তুলবে। শুধু চলে যাব বলে নয়,—ছোট ছেলেকে মানুষ করতে হলে মাতৃত্বের প্রয়োজন,—মাতৃত্বের অভাবে মালার ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে;—তাই আমি এ বন্দোবস্ত করেছি। শুধু স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে একটি শিশুকে মানুষ করা যায় না।

চ্যাটার্জ্জি। তুমি আরও দুটো দিন থেকে যাও মা! ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যেও!

শুক্লা। বেশ,—তাই হবে।

চ্যাটার্জ্জি। আমি জানি,—তুমি আমায় অসহায় ফেলে যেতে পার না!... তুমি যে আমার মা।

( বলিতে বলিতে প্রঃ চ্যাটার্জ্জি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শুক্লা পুনরায় খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিল; লেখা শেষ হইলে খাতাখানি টেবিলের ওপর রাখিয়া শুক্লা পাশের ঘরে চলিয়া গেল; পর মুহূর্ত্তে প্রবেশ করিল অরুণ। ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া শুক্লা যে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছিল সেইখানে বসিয়া পড়িল; হঠাৎ খোলা খাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কৌতুহলী হইয়া পড়িতে লাগিল। )

অরুণ। (অনুচ্চস্বরে) কুবের! তোমায়,—নাম ধরে সম্বোধন করছি! অন্য পরিচয় যে ছিল—সে কথা ভাবলে শুধু লজ্জা হয় না,—ঘৃণা

অনুভব করি।...ছিঃ! তুমি এত নীচ। একটি কুমারীর জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছো! ··শুধু তাই নয় ;—তার গর্ভে তোমার সন্তান।...তাকেও উপেক্ষা করলে? তোমাকে স্মরণ করলে ও পাপ হয়! পৃথিবীতে তোমার হ'যে গর্ব্ব করবার কিছু রইলো না।—ইতি শুক্লা।

( পড়া শেষ হইলে অরুণ অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী সুরু করিল। )

( স্বগত ) এতদূর। তোমার মুখোশ আজ খুলে পড়েছে —অথচ আমায় বলেছিলে ও ছেলে তোমার নয়,—"কুড়িয়ে পাওয়া।" মিথ্যাবাদী। মিথ্যার জয় কোনদিনও হয় না—এ কথাটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে।

( শুক্লার প্রবেশ )

শুক্লা। ও কি,—তুমি আমার ডায়রী পড়ছো কেন?

অরুণ। ( খাতাখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ) এই নাও! ওটাকে কাছে রাখাও পাপ মনে করি।

শুক্লা। কি বলছো তুমি?

অরুণ। বুঝতে পারছো না? কথা কইতে তোমার লজ্জা হয় না?

শুক্লা। না।

অরুণ। লজ্জা তোমার আছে? নির্লজ্জ কোথাকার? ও ছেলে কার?

শুক্লা। কুবেরের।

অরুণ। তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

শুক্লা। সম্বন্ধ আছে,—কিন্তু বলবো না, যে পরিচয় দিতে নিজেরই লজ্জা হয়,—অপরকে সে কথা কেমন করে বলি?

অরুণ। ( ব্যঙ্গভরে )—লজ্জা হয়! ইচ্ছে হয়,—চাবুক মেরে তোমায় আমি লজ্জার কথা স্মরণ করিয়ে দিই!

শুক্লা। আমায় চাবুক মারবে তুমি। কি অধিকার নিয়ে তুমি আজ আমায় অপমান করছো? সামান্য ভদ্রতাটুকুও ভুলে গেলে? ছিঃ মনে রেখ,—সহ্যের একটা সীমা আছে।

অরুণ। আরও বেশী অপমানিত যদি হ'তে না চাও তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে তুমি এখান থেকে চলে যাও,—তোমার মত ঘৃণিত মেয়েমানুষের এখানে আর স্থান হবে না।

শুক্লা। আমি ঘৃণিত? আমি নির্লজ্জ? মাথা ঠাণ্ডা করো; আমার উপর এতখানি অবিচার তুমি করো না। আমার কথা শোন।

অরুণ। চুপ করে,—তোমার কোন কথা আমি শুনবো না।

শুক্লা। বেশ,—আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আমিও তোমায় বলে যাচ্ছি,—আজ যত অপমান আমায় করেছো, সময় এলে আমি তার সুদ সমেত প্রতিশোধ করে দেব!

(প্রস্থান)

অরুণ। অদ্ভুত নারী চরিত্র! দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

(এমন সময় প্রঃ চ্যাটার্জ্জি কয়েকটী খেলনা লইয়া প্রবেশ করিলেন।)

চ্যাটার্জ্জি। এই যে অরুণ। কখন এসে বাবা?...শুক্লা কোথায়?

অরুণ। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

চ্যাটার্জ্জি। তা-ড়ি-য়ে দিয়েছো?

[হাত হইতে সমস্ত খেলনা মাটিতে পড়িয়া গেল।]

অরুণ। শুধু তাই নয়,—অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি,—ও ছেলে কার?

চ্যাটার্জ্জি। শুক্লার দাদার,—কুবেরের!

অরুণ। কুবের,—শুক্লার দাদা হয়?

চ্যাটার্জি। আপন ভাই হয়,— অরুণ!—আর একটা কথা শুনে যাও, অরুণ! ও ছেলের গর্ভধারিণী হোল আমার মেয়ে,—মালা!

অরুণ। আপনার মেয়ে......মালা! মানে ·····!

চ্যাটার্জি। হ্যাঁ,—অরুণ! কথাটা তোমার কাছে লুকিয়েছিলাম বলেই ভগবানের অমোঘ অস্ত্র এসে মাথার ওপরে পড়েছে! দয়াময়, তুমি ঠিকই বিচার করেছ প্রভু! এম্নি করে আঘাত দিয়ে দিয়ে—তুমি আমার গোপন স্বীকৃতিগুলো আদায় ক'রে নিও প্রভু! সন্দেহাতীত চিত্তে নিঃশঙ্ক মন নিয়ে যেন তোমার চরণে পৌঁছাতে পারি!

অরুণ। আপনি শান্ত হোন,—শুক্লাকে আমি নিশ্চয় ফিরিয়ে আনবো।

চ্যাটার্জি। যেও না অরুণ,—পারবে না! শুক্লাকে তুমি শুধু নারী হিসাবে দেখেছিলে,—তাই ছলনাময়ী বলে ভুল হয়েছে; কিন্তু আমার কাছে সে ছিল,—মা! যে মা—সকল বিচার ও চিন্তার উর্দ্ধে,—সেই মা ছিল,—অরুণ! আমি তাকে চিনেছি! সে নিজেই চলে যেতে চেয়েছিল, শুধু দুটো দিন—অরুণ,—দুটো দিনও তোমার সবুর সইলো না?

( কথার শেষে প্রঃ চ্যাটার্জ্জি পাগলের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। )

পট পরিবর্ত্তন

## তৃতীয় দৃশ্য

### শশাঙ্কর বাটী

স্থান—ড্রইং রুম। সময়—সকাল।

( অলক ও শশাঙ্ক বসিয়া কথা বলিতেছেন )

অলক। হুঁ! মনীষার চিঠির উত্তর দিয়েছ?

শশাঙ্ক। না ভাই,—উত্তর এখনও দিতে পারিনি!

অলক। না,—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আজ আট মাস হয়ে গেল তুমি একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না? সে বেচারী নিয়মিত চিঠি দিচ্ছে।

শশাঙ্ক। এবারের মত তুমি একটা উত্তর লিখে দাও, অলক! এর-পর আমি নিশ্চয় লিখবো!

অলক। তুমি কি মনে করেছো পরোপকার করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন কাজ নেই? এতদিন তোমার অনুরোধ আমি রেখেছি—আর আমি পারবো না!

শশাঙ্ক। দেখ অলক! লিখতে বসে ভেবে পাইনা—কি লিখবো! যত অবান্তর কথা মনের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়ায়—তাই উত্তর দেওয়া হয় না।

অলক। মনীষার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; কিছুদিনের মধ্যে সে ফিরে আসবে লিখেছে,—পড়েছো?

শশাঙ্ক। লিখতে পারি না বলে কি পড়তেও পারিনা? বাড়ীটা তার নামে রেজেষ্টারী করে ফেলতে হবে!

অলক। এত তাড়া কেন?—মনীষার সম্পত্তি যে তুমি নষ্ট করে দেবেনা,—একথা সে ভাল করেই জানে।

শশাঙ্ক। তুমি বুঝতে পারছো না ;—যাবার সময় সমস্ত দায়িত্ব সে আমার ওপর দিয়ে গেছে।

অলক। কিন্তু সে ভার ত তুমি হালকা করে দিতে চাইছো। সে ফিরে আসুক,—তারপর যা হোক করা যাবে।

শশাঙ্ক। না,—অলক! লেখাপডাটা একজন ভাল উকিল দিয়ে করে রেখো। আমি বোধহয় বেশীদিন এখানে থাকবো না ; সে এলে আমি ছুটি নেব।

অলক। মনীষা যদি ছুটি না দেয় ?

শশাঙ্ক। মনীসাকে যত অবুঝ তুমি মনে কর তত অবুঝ সে নয়!

( লীনা ও তাহার মা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

শশাঙ্ক। আসুন, মাসীমা! আমার সৌভাগ্য যে আমার বাড়ীতে আপনি পায়ের ধূলো দিলেন! এসো লীনা! তোমার কথাই হ'চ্ছিল।

সাবিত্রী। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে বাবা!

শশাঙ্ক। বলুন।

অলক। আমি এখন উঠি শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। উঠবে কেন? লীনা ঠিক বলে :—মাঝে মাঝে তুমি অকারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠো! —এবার বলুন মাসীমা!

সাবিত্রী। এমন কিছু নয় ; তবে লীনার বিয়ের সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে চাই।

লীনা। আমি তোমার library থেকে একটা বই নিয়ে আসি।

( প্রস্থান )

শশাঙ্ক। তপনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে কি পাকা কথা হয়নি?

সাবিত্রী। তপনবাবু? তুমি যে অবাক করলে বাবা!—হ্যাঁ,—তপন নিজে একদিন এ কথা তুলেছিল,—ব্যস! এই পর্য্যন্ত!

শশাঙ্ক। লীনার দিক থেকে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে পাকা করে ফেলুন,—কি বল, অলক?

অলক। এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু না বলাই উচিত।

শশাঙ্ক। কি আশ্চর্য্য! সোজা কথার জবাব সরলভাবে দিতে পার না?

সাবিত্রী। দেখ, শশাঙ্ক! কোলকাতা সহরে পাত্রের অভাব নেই;—লীনা আমার লেখাপড়া শিখেছে;—কোন বিষয়ে অপছন্দ করবার কিছু নেই।

শশাঙ্ক। না,—না, সে কি কথা? লীনাকে স্ত্রীরূপে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা! শেষদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না বলে সে আশা আমি মনে আর স্থান দিইনি;—তারপর যখন শুনলাম তপন-বাবুর সঙ্গে এক রকম স্থির হয়ে গেছে, তখন যেটুকু অঙ্কুর ছিল—সেটুকুও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি!

অলক। লীনাকে তুমি বিয়ে করে ফেল! তোমার সৌভাগ্য—যে মাসীমা নিজে এসে একথা তুলেছেন!

শশাঙ্ক। আমায় আরও কিছুদিন সময় দিন, মাসীমা;—ভাল করে ভেবে দেখি!

অলক। এতে ভাবনার কি আছে? এটা কি হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের লড়াই; যে চুলচেরা হিসেব মেলাতে হবে? —যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড।

শশাঙ্ক। Hopeless! দরকারের সময় ছেলেমানুষের মত ঠিক তুমি কথা বলে বসবে! লীনার মত মেয়েকে ঘরে আনতে হলে নিজের সামর্থ্য বা যোগ্যতা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে না?

অলক। জেনে শুনে অপদার্থের হাতে কি কেউ মেয়ে তুলে দেয় ?

সাবিত্রী। দেখ,—শশাঙ্ক! তোমরা দুজনে একসঙ্গে পড়েছ; একসঙ্গে খেলেছ বলে—একটা প্রীতির সম্বন্ধ দুজনেরই মনে গড়ে উঠেছে :—তাই আমি তোমার কাছে কথাটা তুললাম।

শশাঙ্ক। আমার ইচ্ছে আগে একবার বিলাতটা ঘুরে আসি।

অলক। কেন ?—তুমি ত ভারী মজার কথা শোনালে! তুমি কি মেম বিয়ে করবে—যে বিলেত যেতে হবে ? লীনার মত একজন খাঁটি বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করবার জন্য বিলাত যাবার কোন মানে হয় না!—যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড তোমাদের!

শশাঙ্ক। মনীষা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমায় আপনারা সময় দিন!

সাবিত্রী। বেশ,—তাই হবে; অনেকদিন থেকে দেখছি বলে আমাদেরই একটা মায়া পড়ে গেছে!

অলক। আপনি ভাববেন না মাসীমা। ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

সাবিত্রী। আচ্ছা,—আমরা এখন চলি বাবা।

**( লীনার প্রবেশ, হাতে একটা বই। )**

লীনা। এই বইখানা আমি নিয়ে চললাম।

অলক। এর জন্য অনুমতি চাইছো কেন ? দুদিন পরে তুমিই ত মালিক হবে।

**( লীনা ও সাবিত্রীদেবীর প্রস্থান )**

শশাঙ্ক। তুমিই আমায় ডোবাবে,—অলক! ঠিক হয়ে যাবে বলে,—কথা দিলে কেন ? কথা যখন দিয়েছো,—নিজে বিয়ে করো!

অলক। ওদের কাছে কথার খেলাপ হলে মারাত্মক কিছু হবে না; ইচ্ছে করলে লীনাকে আমিও বিয়ে করতে পারি; কিন্তু ও রকম ন্যাকা, পানপেনে মেয়ে আমার সহ্য হবে না! যে মেয়ে

মিনিটে মিনিটে মত বদলায়, তার সঙ্গে পথ চলা মানে,—জীবনটাকে দুইদিন মিবশ্চারের চেয়েও তেতো করে তোলা ;—তার চেয়ে এক গ্লাস Johnny Walker is more healthy and invigourating ।

শশাঙ্ক। তুমি কি মনে করেছ,—বলত ?

অলক। কিছু নয়। আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাই—মদ খেয়ে মানুষ ইতর হয়ে যায় না। দুনিয়াতে ভালমানুষে যত ইতরামি করে, মাতালে তা করে না।

শশাঙ্ক। নিজের স্বাস্থ্যটা দেখবে না ?

অলক। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ; আর সব চেয়ে বড় কথা হোল—আজ পর্য্যন্ত আমি নারীর সংস্পর্শে আসিনি ; তাই জীবনে আমার অপচয় কিছু নেই।

শশাঙ্ক। এই জন্যই তোমায় আমি এত ভালবাসি ; তোমার মদ খাওয়া আমার কাছে চাঁদের কলঙ্ক বলে মনে হয় ! তোমায় দেখে আমি বিস্মিত হ'য়ে যাই ! তোমাদের মত যুবক সংখ্যায় বেশী নেই ; কিন্তু যে ক'জন আছে—তারা চিরকাল বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে থাকবে। তোমার বন্ধুত্ব আমার একটা গর্ব্বের জিনিষ, অলক ! এখন চল, আফিস থেকে ঘুরে আসি।

( উভয়ের প্রস্থান )

( পট পরিবর্ত্তন )

## চতুর্থ দৃশ্য

### লীনাদের বাটী

স্থান—কক্ষ। সময়—সন্ধ্যা।

( মিঃ অশোক মিত্র ও সাবিত্রী দেবী বসিয়া কথা কহিতেছিলেন ; মিঃ অশোক মিত্রের মুখখানি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ও চিন্তিত। )

মিত্র। শশাঙ্কর উপর যখন এত বিশ্বাস তখন তপন বেচারীকে মিছে আশা দিচ্ছ কেন ?

সাবিত্রী। আশা আবার কি দিলাম ? মানুষের বাড়ীতে কি মানুষ আসে না ? কি চাও তুমি ?

মিত্র। আমি চাই,—বাড়ীটা যেন Show room বা পান্থশালা হ'য়ে না ওঠে !

সাবিত্রী। তুমি আজকাল এমনভাবে কথা বলো কেন ? মনে হয় আমিই যেন দোষী ! এখানে যারা আসে তারা সকলেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান !

মিত্র। সকলেই যখন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, তখন একজনকে পছন্দ করে নেওয়া ভাল নয় কি ? তপন যখন নিজে উপযাচক হ'য়ে বিয়ে করতে চাইছে—তখন আপত্তি কিসের ?

সাবিত্রী। বিয়ে ক'রবে—তোমার মেয়ে ! কিছুদিন থেকে কি যে হ'য়েছে জানি না ;—লীনা তপনকে আর দুচোখে দেখতে পারে না !

মিত্র। সে কি ? দু'দিন পরে হয়ত' বলে বসবে শশাঙ্ককেও পছন্দ নেই ; এম্নি ধারা যদি ক্রমাগত তোমাদের মত বদলায় তাহ'লে চলবে কেমন করে ?

সাবিত্রী। এর ভেতর আমায় টানছো কেন? উপযুক্ত মেয়ে বলে মতে মত দিতে হচ্ছে! তাছাড়া এত ভাবনার কি আছে?

মিত্র। কি জানি সাবু! তোমাদের কথাগুলো আমি বুঝতে পারি না! লীনা তোমারও মেয়ে;—তার সম্বন্ধে তুমিও যে অনেক কিছু বিচার করছো এ কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু বেশী বুদ্ধিমানেরা মাঝে মাঝে বেশী ভুল ক'রে বসে। পথ চলতে হ'লে সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলাই বোধ হয় ভাল! লীনাও আজকাল কেমন হয়ে উঠেছে :—সব সময় তাকে যেন চিন্তিত দেখি!

সাবিত্রী। ওর আবার চিন্তার কি হোল? আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো; তুমি ওর ঘরে যাচ্ছ? লীনাকে একবার পাঠিয়ে দিও।

(মিঃ মিত্র কক্ষ হইতে বাহিরে গেলেন; পর মুহূর্ত্তে লীনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)

লীনা। আমায় ডাকছিলে মা?

সাবিত্রী। হুঁ,—এতক্ষণ কি ক'রছিলে?

লীনা কি আবার করবো?—বসেছিলাম!

সাবিত্রী। কেন? আজকাল কি লেখাপড়া কিছু নেই?

লীনা। থাকবে না কেন?—চব্বিশ ঘণ্টা পড়তে ভাল লাগে?

সাবিত্রী। আজকাল তুই এত ভাবিস কিরে?

লীনা। কি আবার ভাববো?—কি যে বল তুমি!

সাবিত্রী। বলি কি সাধে? রকম দেখে বলতে হয়!—এ বয়সে তোমরা খাবে, পড়াশুনা করবে, খেলবে—বাস!—তোমাদের যে এত ভাবনা কেন আসে বুঝি না বাপু!

লীনা। তুমি ভুল বললে মা! এ বয়েসে খাওয়া, খেলা-ধূলা বা পড়াশুনা যেমন দরকার—ভাবনাটা ও তেমনই অপরিহার্য্য!

নিজের সম্বন্ধে ভাববার এই ত বয়স! তোমার মত বয়স হ'লে ছেলে, মেয়ে বা নাতি-নাতনীদের জন্য ভাববো!

সাবিত্রী। তুমি আজকাল কথার ওপর কথা কইতে শিখেছ', লীনা! তুমি যে এক অবাধ্য হয়ে উঠবে—এ আমি কোনদিন ও ভাবিনি!

লীনা। অবাধ্য হইনি মা! কথার উত্তর দেওয়াটা যদি অবাধ্যতা হয়,—তাহ'লে আমি আর কোন কথা বলবো না! তোমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছি!

( লীনার প্রস্থান, -অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল তপনকুমার )

সাবিত্রী। এস,—তপন—বস!

তপন। লীনা কোথায়?

সাবিত্রী। বোধ হয় পড়া-শুনা করছে।

তপন। আমার কথা বলেছিলেন?

সাবিত্রী। পড়াশুনার ক্ষতি হবে জেনে এখনও কিছু বলিনি! একজামিনটা আগে হয়ে যাক, তপন,—তারপর যাহোক কিছু করা যাবে।

তপন। —কিন্তু এ বিষয়ে লীনার মতটা আমার জানা দরকার হ'য়ে পড়েছে!

সাবিত্রী। তুমি আজই এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে চাও? লীনার মনটা আজ ক'দিন থেকে ভাল নেই বাবা!

তপন। তাই নাকি? আচ্ছা,—তাকে একবার ডেকে দিন;—দু'একটা কথা বলে চলে যাব!

সাবিত্রী। আচ্ছা,—তুমি বসো; আমি ডেকে দিচ্ছি।

( সাবিত্রী দেবী চিন্তিত মনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন কিছুক্ষণ পরে লীনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। )

লীনা। আমায় ডেকেছিলেন?

তপন। বস লীনা! দাঁড়িয়ে কেন? পড়ছিলে বুঝি?

লীনা। না,—বসে ছিলাম।

তপন। শুনলাম—মনটা নাকি ক'দিন থেকে তোমার খারাপ হয়ে আছে?

লীনা। আমার মন সম্বন্ধে অপরে দেখছি আজকাল বেশী মনযোগী হয়ে উঠেছে!—মনটা কি চিরকাল একই নিয়মে ওঠা বসা করবে?

তপন। তোমার এ ধরণের কথাবার্তাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

লীনা। তাহ'লে আমি চুপ করছি;—আপনি বলুন, আমি শুনি!

তপন। কি হয়েছে তোমার? মেজাজটা দেখছি একটুও ভাল নেই!

লীনা। মনের সঙ্গে মেজাজের নিকট সম্বন্ধ আছে,—এ কথা কি জানেন না?

তপন। জানি; আমি এখন উঠি লীনা। একটা কথা বলতে এসেছিলাম; কিন্তু তোমার মেজাজ এমন হয়ে আছে যে না বলাই ভাল!

লীনা। দুদিন পরে মেজাজটা যে ভাল হয়ে উঠবে,—এমন নিশ্চয়তা যখন নেই,—তখন বলে ফেলাই উচিত নয় কি? পরে মেজাজ হয়ত আরও খারাপ হতে পারে।

তপন। I see! নিজের মেজাজ সম্বন্ধে তুমি যখন এতখানি definite তখন কথাটা বলে ফেলি,—কি বল?

লীনা। স্বচ্ছন্দে!

তপন। আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব মত কি, লীনা?

লীনা। এ বিষয়ে আমার একটুও মত নেই!

তপন। কারণ জানতে পারি?

লীনা। শুনলে—হয়ত' লজ্জা পাবেন !

তপন। বেশ ত, লজ্জাটা যখন আমার—তখন তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ?

লীনা। যে লোক অন্য একটি মেয়েকে—গলায় হার পরিয়ে দিয়ে—ভালবাসা জানাতে পারে,—তাকে বিবাহ করা অসম্ভব !

তপন। তুমি মনীষার কথা বলছো ?

লীনা। কথাটা আরও আগে বোঝা উচিত ছিল !

তপন। উচিত, অনুচিতের কথা যখন উঠলো, তখন আমারও কিছু বলার আছে ! তুমি যখন শশাঙ্কদা, অলকদার মত পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সময়ে, অসময়ে গলা ধরে বেড়িয়ে বেড়াও—তখন এ জ্ঞান তোমার কোথায় থাকে লীনা ? কই,—এজন্য আমি ত তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইনি ! চাইলে—আমার চেয়ে অনেক আগে—তুমি নিজে লজ্জা পেতে ! তোমার মত একটি বাঙ্গালী মেয়ের যদি এত পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে,—তাহলে আমার একটি মেয়ে বান্ধবী থাকা কি এতই দোষনীয় ?

লীনা। আমি গলা ধরে বেড়াই ;—প্রমান দিতে পারেন ?

তপন। কাজ কর্ম্ম ছেড়ে তোমাদের পিছনে ছুটে বেড়ালে ;—পারতাম লীনা ! যে মেয়ে রাত ১২টা পর্য্যন্ত পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ায়—তারা আশ্রমের হাওয়া নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে না !

লীনা। এত দোষ জেনেও 'বিয়ে করতে চাইছেন কেন ?

তপন। চাইছেন বলো না,—বলো চেয়েছিলাম ! ভেবেছিলাম যেদিন থেকে আমরা দুজনে দুজনকে পাব—সেইদিন থেকে আমরা পরস্পরকে বিচার করে দেখবো ! অতীতে কি ছিল বা ছিল না—সে প্রশ্ন উঠবে না ! আচ্ছা,—আমি চলি ।

লীনা। না,—শুনুন ; আপনাকে আমি চিনতে পারিনি !

তপন। চরিত্র সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেবার পর—ভালবাসা যায় না! ভীরু মন নিয়ে ভালবাসতে গেলে আঘাত পেতে হয়! Good bye!

(তপন কুমার কক্ষ হইতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল; লীনা চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; মনে হইল সমস্ত শক্তি দিয়া যেন কান্নার বেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল অলক)

অলক Beautiful picture, লীনা! Lost Horizon! যাবে?

লীনা। Lost Horizon!

(লীনা হঠাৎ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল)

অলক। এ কি?...কাঁদছো!

(পট পরিবর্ত্তন)

## পঞ্চম দৃশ্য

### শশাঙ্কর বাটী

স্থান—কক্ষ। সময়—সকাল।

( শুক্লা ও শশাঙ্ক কথা কহিতেছিল )

শশাঙ্ক। আজ আমার সুপ্রভাত! আশা করিনি,—এতদিন পরে এ-ভাবে আপনাকে খুঁজে পাব! কোথায় ছিলেন এতদিন?

শুক্লা। মফঃস্বলের মেয়ে-ইস্কুলে একটা চাকরী পেয়েছিলাম, কর্ত্তৃপক্ষ কাজে খুব খুসী হয়ে আমায় trainingএ পাঠাবেন বলে জানালেন;—সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমি হাওড়া ষ্টেসনে নেমেছিলাম!

শশাঙ্ক। ভগবান মানুষকে যখন ফিরিয়ে দেন—এম্নি ভাবেই দেন! আজ মনীষাও বম্বে থেকে ফিরে আসবে!

শুক্লা। মনীষার নাম আমি শুনেছি!

শশাঙ্ক। অরুণের সঙ্গে মনীষার পরিচয় ছিল; আজ আপনার সঙ্গেও পরিচয় হ'য়ে যাবে!

শুক্লা। আমি আর একদিন এসে আলাপ ক'রে যাব,—এখন আমায় যেতে দিন!

শশাঙ্ক। না,—আজ আপনাকে আমি যেতে দেব না! মনীষা ফিরে আসুক, তারপর যদি যেতে চান—যাবেন! আজকের দিনটা হয়ত, আমার জীবনেও আর ফিরে আসবে না; তাই ভাবছি—একটা দিনও অন্ততঃ স্মরণীয় হ'য়ে থাক!

শুক্লা। এ কি বলছেন আপনি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

শশাঙ্ক। এত সহজে কি মানুষকে বোঝা যায়?—তাছাড়া সময় পেলেন কই? আপনার ছেলেকে কোথায় রেখে এলেন?

শুক্লা। (হাসিয়া) ও-ছেলে আমার নয়;—যাদের জিনিষ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি!—

শশাঙ্ক। অরুণকে টেলিফোন করবো? একটা ভুলের জন্য সে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছে!

শুক্লা। একজনকে বিনা বিচারে দুঃখ দেওয়া যাদের পক্ষে এত সহজ —তাদের দুঃখ পাওয়াই উচিত!—মানুষ যে মানুষকে এত অপমান করে—এ আমার ধারণাই ছিল না! সময় এলে সে অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব!

শশাঙ্ক। এ-বিষয়ে আমিও একমত! সামান্য স্বার্থের জন্য যারা নিজের অপমান ভুলে যায়, তারা অপদার্থ! দোষীকে শাস্তি দেওয়াই উচিত!

শুক্লা। সব ক্ষেত্রে এ-কথা খাটে না! শত অনুনয় বা ক্ষমা-ভিক্ষার পরও যদি মানুষের দাম্ভিকতা বেড়ে যায়—তাহ'লে সে ক্ষমার অযোগ্য! সেদিনের দাম্ভিকতার কথা মনে হ'লে সারা দেহে যেন জ্বালা অনুভব করি! সে-কথা যখন মনে পড়ে—নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই;—ভেবে পাই না কেমন ক'রে সহ্য ক'রেছিলাম! যাক্— মনীষা দেবী কখন আসবেন?

শশাঙ্ক। এসে পড়া উচিত ছিল! ষ্টেশনে গিয়ে শুনলাম বম্বে-মেল আজ চার ঘণ্টা লেট্;—ফিরে আসছিলাম—হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল!

শুক্লা। সারারাত্রি ভাল ক'রে ঘুম হয়নি;—আমি স্নানটা সেরে নিই!

**( শুক্লা পাশের কক্ষে চলিয়া গেলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল অলক!)**

অলক। বলি,—ব্যাপার কি হে? বারান্দায় বিছানা-বাক্স বাঁধা—সত্যই অজ্ঞাতবাসে যাবে?

শশাঙ্ক। এস,—অলক! সকালের গাড়ীতে হঠাৎ একজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হ'য়েছে!

অলক। বল কি? মাঝে মাঝে এত আত্মীয় কোথা থেকে আমদানি করো বুঝি না!—কিছুক্ষণ পরে পরমাত্মীয়টিও এসে পড়বেন;—বাড়ীটার গায়ে ধর্ম্মশালার একটা সাইনবোর্ড আট্‌কে দাও!

শশাঙ্ক। কি যে বলো! আমার মত পাপী কি ধর্ম্মশালা খুলতে পারে?

অলক; ভুল বল্লে, শশাঙ্ক! আজকাল যারা যত বেশী পাপ করে তারাই ধর্ম্মশালা খুলে বসে। ঘিয়ের সঙ্গে চর্ব্বি সরষের তেলে শিয়াল-কাঁটা, আটায় সোপষ্টোন বা চালে কাঁকর মিশিয়ে যারা কোটি কোটি টাকা উপায় করে, তারাই—হয় একটা ধর্ম্মশালা বা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে দেয়! নিজেরা দোষী বলে ওরা মানুষ আর ভগবানকে ফাঁকি দিতে চায়;—কিন্তু তা কি হয়? ধর্ম্মের নামে একটা কিছু ক'রে ওরা ভাবে প্রায়শ্চিত্ত হোল;—কিন্তু তা হয় না—শশাঙ্ক!—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.

শশাঙ্ক। কিন্তু দানেরও ত একটা মর্য্যাদা আছে!

অলক। আছে;—কিন্তু সে দান হোল নিঃস্বার্থের দান! প্রায়শ্চিত্তের দান,—শশাঙ্ক! দান করেই যারা বলিদানের সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তারা হোল আত্মবিশ্বাসহীন লম্পট। Shaw ঠিক কথাই বলেছেন—Rich men without conviction are more dangerous in modern society than poor women without chastity.

শশাঙ্ক। তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পারবো না! হ্যাঁ,—যাদের interview দেবার জন্য আসতে বলা হয়েছিল,—তারা এসেছে?

অলক! বাইরে থেকে যাদের আসবার কথা ছিল,—তারা সকলেই এসেছে। আপিসে তাদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

শশাঙ্ক। আচ্ছা কুবের বলে ভদ্রলোকটী এসেছেন?

অলক নিশ্চয় এসেছে। বাংলাদেশে ৬০০৲ মাইনের চাকরীর জন্য কুবের কেন স্বয়ং মহাদেবও এসে হাজির হবেন! কিন্তু ও নামটা সম্বন্ধে তোমার এত আগ্রহ কেন?

শশাঙ্ক। আছে,—তার interviewটা আমি নিজে ক'রবো! তাকে এইখানে পাঠিয়ে দিও।

অলক। As you like! যাক,—আমার কথার জবাব দেবে না? ভেবে দেখেছ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ; তোমার কথাগুলো আমি অনেক ভেবে দেখেছি; কিন্তু মত বদলাবার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না!

অলক। অর্থাৎ তুমি পালিয়ে যাবে—নয়?

শশাঙ্ক। তুমি যদি একে পালিয়ে যাওয়া বলো তাহলে এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা!—তুমি যেন ভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছ বলে মনে হচ্ছে!

অলক। ভিন্ন পথ মানে,—ভুল পথ নয়! মানুষ চিরকাল ভুল পথে চলতে পারে না;—তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না;—শুধু অনুরোধ করছি, আর একবার ভেবে দেখ!

( শুক্লার প্রবেশ )

শুক্লা। ( অলককে দেখিয়া ) তুমি!

শশাঙ্ক। শুক্লাকে তুমি চেন অলক?

অলক। যাকে আমি সকল চিন্তার উর্দ্ধে একদিন স্থান দিয়েছিলুম তাকে যদি চিনি বলি,—তাহ'লে কতটুকু বলা হয় ?

শশাঙ্ক। কিন্তু—একথা তুমি আমায় কোনদিনও বলোনি !

অলক। মনের কথা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ?—আর সে কথা যদি ব্যথার কথা হয়—তাহলে না বলাই ভাল ! ব্যথার কথা প্রকাশ করে দিলে মন হয়ত' হাল্কা হয়—কিন্তু ব্যথার মূল্য কমে যায় ! ব্যথারও একটা মূল্য আছে,—our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts !

শশাঙ্ক। তো-মা-র ব্যথা !

অলক। হ্যাঁ,—একদিন আমিও অনুরাগী ভক্ত হিসাবে শুক্লার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ;—কিন্তু চরিত্রহীন মাতাল বলে সে,—আবেদন শুধু অগ্রাহ্য হোল না—অপমানও মাথায় তুলে নিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম—"মাতালে প্রলাপ বকে জানি—কিন্তু আকাশের চাঁদ চায়,—একথা শুনিনি।"

শশাঙ্ক। এ কথা সত্য ?

শুক্লা। হ্যাঁ,—সেদিন আমি সত্যই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু আজ আমি ফিরে এসেছি ! সেদিন তুমি বলেছিলে—"জীবনে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, আর চরিত্রবান সাধুপুরুষেরা যদি তার মীমাংসা খুঁজে না পায়—তাহ'লে মাতালের কাছে ফিরে এসো"—সেই কথাটুকু স্মরণ করে আজ আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি !

শশাঙ্ক। সে কথা কি আজ তুমি রাখবে অলক ?

অলক। তোমার মত পালিয়ে যাব না ! চিত্তশুদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে মানুষকে শাস্তি পেতে হয় জানি ;—কিন্তু তাই বলে কি সে

অপাংক্তেয় হয়ে যাবে? তাহলে মীমাংসা কি হোল?—অসহযোগ আন্দোলন ক'রে স্বরাজ পেতে দেখেছি!—হাজার বছরের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়ে গিয়ে জনশুদ্ধি হোল;—কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হোল কই? চিত্তশুদ্ধির জন্য সহযোগী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে,—তবেই হবে সমস্যার সমাধান;—গড়ে উঠবে শক্তিশালী জাতি! সমস্যাহীন মানুষই সমস্যামুক্ত সমাজ তৈরী ক'রে—জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়!

শশাঙ্ক। তাহ'লে আত্মসম্মানটা কিছু নয়?

অলক। মানুষের দেবার যখন কিছু থাকে না—তখনই আত্মসম্মান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।—না পাওয়ার ব্যর্থতা তোমায় আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে;—কিন্তু এত শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, শশাঙ্ক! সমাজের বুকে যে ক্ষত,—যে সমস্যা বর্ত্তমান,—তাকে যদি আরও বিষাক্ত বা জটীল করে তোল, তাহলে মীমাংসা কি হোল? তুমি আজ ভীরু মন নিয়ে যে পথে পা বাড়িয়েছ;—সে পথ ভুল পথ!

শশাঙ্ক। তবু আমি সেই পথ ধরে এগিয়ে যাব;—বাধা দেওয়া মিছে! আমি এখন চলি; ট্রেনের সময় হ'য়ে এল!

(প্রস্থান)

অলক। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কেন শুক্লা?

শুক্লা। আজ আমি লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি;—আমায় (পদতলে পড়িয়া) তুমি ক্ষমা করো; অপমান মানুষের মনকে যে কতখানি পিষ্ট করে দেয়—সে আমি বুঝেছি!—আমায় তুমি—তুমি ক্ষমা করো!

অলক। ওঠ, শুক্লা! Lifeটা tragedy জানি—কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ পড়বে কেন? জীবনটা শেষ নয়,—স্থরু! সমস্ত tragedy আর ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষকে নূতন জীবন সৃষ্টি ক'রে বৃহত্তর জিজ্ঞাসার দিকে এগিয়ে যেতে হবে;—তবেই সমস্যার সমাধান হবে!—পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান,—পরাজয় ছাড়া আর কি হতে পারে?

শুক্লা। তোমাদের কথা আজ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! মনে হচ্ছে বিয়োগান্ত নাটকের মাঝখানে আমি যেন অবাঞ্ছিত চরিত্রের মত আত্মপ্রকাশ করেছি!

অলক। ভয় কি শুক্লা? বলেছি ত জীবনটা শেষ নয়! প্রতিদিনের ব্যর্থতার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ স্মরণাতীত কাল ধরে মীমাংসার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে;—আমরাও সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে স্মরণ করে—"তমসা মা জ্যোতির্গময়" বলে বেড়িয়ে পড়বো! এখন যাও,—বিশ্রাম করগে;—আমিও চলি!

[ প্রস্থান ]

( অলক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে শুক্লাও ধীরে ধীরে অন্য কক্ষে চলিয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল শশাঙ্ক ও মনীষা )

শশাঙ্ক। আজ কতদিন পরে দেখা মনীষা? তুমি জয়ী হয়ে ফিরে এসেছ;—সারা ভারতবর্ষ তোমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে! আমি তোমায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি!

মনীষা। সে ত তোমারই আশীর্ব্বাদ! দাঁড়াও,—তোমায় ভাল করে প্রণাম করি।

( মনীষা নতজানু হইয়া প্রণাম করিল; ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে শুক্লা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল )

শশাঙ্ক। আসুন ! এই দেখুন মনীষা,—ফিরে এসেছে !

শুক্লা। তুমি ! মালা··· ?

মনীষা। তুমি ! আমার ছেলে ? —আমার ছেলে কোথায় ?

শুক্লা। তোমার ছেলে ভাল আছে মালা ;—কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করেছিলে ?

মনীষা। বলবো,—সব কথা আজ বলবো ! সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে হ'লে আজও আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে ! —বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথও আমার ছিল না। তাই ও কাজ আমি করেছিলাম ;—তবুও কৃতকর্ম্মের কথা যখন মনে পড়লো—তখন এত অনুশোচনা এল যে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে গিয়েছিলুম ;—কিন্তু কপালে আমার মরণও ছিল না ! মৃত্যুর হাত থেকে ইনি আমায় বাঁচালেন ! বাঁচতে যখন হোল—পুরানো নামটা বিসর্জ্জন দিয়ে,—মনিমালা—মনীষা হ'য়ে বেঁচে উঠলো ! এবার বলুন,—আমার ছেলে কোথায় ? আমার ছেলে··· !

( কান্নায় মনীষা ভাঙ্গিয়া পড়িল )

শুক্লা ! তোমার বাবার কাছে আছে,—মালা ! আর কেঁদোনা— !

মনীষা। বাবা ! উঃ ! কেমন করে তাঁর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াব ? যে ব্যর্থতা মাথায় করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম,—সেই ব্যর্থতা নিয়ে আবার আমি কেমন করে তাঁর সামনে যাব !·· ভগবান !

শুক্লা। তুমি শান্ত হও মালা ! শান্তি যদি কোনখানে থাকে,—তাহ'লে তাঁর কাছেই পাবে ! তোমার বাবার মত মহাপুরুষ পৃথিবীতে অল্পই আছে ! আমি এখুনি টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি !

নেপথ্যে—May I come in Sir !

শশাঙ্ক। কে ?

নেপথ্যে—আমি,—কুবের মুখার্জ্জি।

শুক্লা।
ও
মনীষা। } কে ?

নেপথ্যে—আমি,—কুবের মুখার্জ্জি !

শশাঙ্ক। আসুন।

( পরক্ষণে কুবের মুখার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। )

শুক্লা। দাদা,—তুমি ?

মনীষা! তুমি !

( মনীষা সোফার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল )

শশাঙ্ক। মালা! না,—জ্ঞান হারিয়েছে! কুবের ভাই! এখন আর লজ্জা ক'রো না;—কাছে বস! অনেক লজ্জা তুমি দিয়েছ—পার ত সব লজ্জা এবার হরণ ক'রে নাও:—একটু জল!

( শুক্লা বাহির হইতে জল আনিয়া মনীষার চোখে মুখে দিয়া দিল )

শুক্লা। কেমন আছ মালা? ভাল লাগছে ?

মনীষা। এখন যদি মরেও যাই—দুঃখ থাকবে না;—শুধু বাবাকে একবার শেষ প্রণাম ক'রে যেতে চাই।

শশাঙ্ক। মরবে কেন ?—ভাই কুবের! তোমায় চাকরী দেব বলে ভেবেছিলাম;—আজ থেকে তুমি এই Concernএর মালিক হ'য়ে রইলে;—আর মালা!—এতদিন তোমায় আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তোমায় আমি বেঁচে থাকবার অবলম্বন দিয়ে যাচ্ছি! দেখি,—তোমার হাতটা! এই নাও,—কুবের! আজ থেকে মালাকে তুমি গলার হার ক'রে রেখো!

( কুবের ও মনীষা উভয়ে শশাঙ্কর পদধূলি গ্রহণ করিল )

শুক্লা। মালা! তোমরা ভিতরে গিয়ে বসবে চল;—আমি তোমার বাবাকে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি;—চল!

( শুক্লা, মনীষা ও কুবেরকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল )

শশাঙ্ক। এতদিনে তুমি আমায় মুক্তি দিলে প্রভু! সত্যই কি আজ আমি পরাজিত? Light, I salute thee, but with wounded nerves.

( লীনার প্রবেশ )

শশাঙ্ক। এস, লীনা! কি খবর?

লীনা। আজ আমি তোমার কাছে শেষ উত্তর শুন্‌তে এসেছি!

শশাঙ্ক। তোমায় আপন-ক'রে পাওয়া আমার হোল না, লীনা!

লীনা। হোল না?—কেন?

শশাঙ্ক। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো! যাবার সময় তোমায় আমি কটু কথা ব'লে যাব না! জান লীনা! বহুদূর থেকে ডাক এসেছে! দূরের ডাকে সাড়া দিয়েছি ব'লে,—নিকটকে বন্ধু করা হোল না;—আমায় বিদায় দাও,—লীনা!

লীনা। চল্লে? যাবার আগে তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো! প্রার্থনা করি—"দুর্গম যাত্রা পথ তোমার সুন্দর হয়ে উঠুক"! পার ত অপরাধী বলেই মনে রেখো!

( লীনার প্রস্থান ও অলকের প্রবেশ )

অলক। কি করুলে শশাঙ্ক? বিংশ শতাব্দীর জনারণ্যে অসংখ্য প্রলোভনের মাঝে মানুষ আজ পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে! মানুষের মন যদি এর মাঝে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সেটা কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ?

শশাঙ্ক। এবার তুমিও আমায় বিদায় দাও,—অলক! আর সময় বেশী নেই। "এসেছে আদেশ—বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ!"

অলক। তুমি সত্যই যাবে?

শশাঙ্ক। এখনও সন্দেহ আছে তোমার?

অলক। না; যাবার আগে মনীষার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাও বন্ধু! এত নিষ্ঠুর তুমি হ'য়ো না!

শশাঙ্ক। শক্তির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি অলক! মনীষার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমি পারবো না,—বিদায় বন্ধু! Good Bye.

( শশাঙ্ক বিদায় লইবার জন্য অলকের করমর্দ্দন করিল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল প্রঃ চ্যাটার্জ্জি ও অরুণ )

চ্যাটার্জ্জি। কই,—কোথায় আমার মালা?

শশাঙ্ক। আমি ডেকে দিচ্ছি,—আপনারা বসুন!

( শশাঙ্ক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল —কুবের ও মনীষা )

মনীষা। বাবা! বাবা! আমায় ক্ষমা করো বাবা,—আশীর্ব্বাদ করো…

চ্যাটার্জ্জি। মালা,—মা আমার! এতদিন কোথায় ছিলি মা? অভাগিনী মা আমার!

( প্রঃ চ্যাটার্জ্জি মালাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন )

মনীষা। তোমায় সব ব'লবো বাবা; আজ তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ করো—যেন আর কোনদিনও আমরা ভুল না করি!

চ্যাটার্জ্জি। তোমরা সুখী হও মা! ভগবান যেন তোমাদের শান্তি দেন!

( শুক্লার প্রবেশ )

চ্যাটার্জ্জি। শুক্লা! ( শুক্লা পদধূলি গ্রহণ করিল মা,—অরুণকে আজ তুমি ক্ষমা করো,—মা শুক্লা!

শুক্লা। বেশ, ক্ষমা আমি করলাম !……

অরুণ। আর একটি অনুরোধ শুক্লা ! আমি তোমায় আপন ক'রে পেতে চাই !

শুক্লা। অসম্ভব ! তোমরা আধুনিকার সঙ্গে প্রেম ক'রতে চাও, কিন্তু বিচ্যুতিগুলো স্বীকার ক'রে নিতে পার না ! আমাদের মত মেয়েছেলে—যারা অবস্থার বিপর্য্যয়ে পথে এসে দাঁড়ায়,—তাদের সামান্য ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব ! সোজা পথে চল্‌তে গেলেও মানুষে হোঁচট খায় ;—আর আমাদের মত মেয়ে—যারা নিষ্কলুষ এ-দুনিয়ায় পথে বার হ'য়েছে—তাদের গায়ে একটু আঁচড়ও থাকবে না ? সমস্ত আধুনিকার পক্ষ হ'য়ে—আজ তোমার অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করছি !

অলক। এবার তুমি শান্ত হও,—শুক্লা !

শুক্লা। বেশ,—আর আমি কোন কথা ব'লবো না ;—শশাঙ্ক বাবু কোথায় গেলেন ?

অলক। সে চলে গেছে শুক্লা !

শুক্লা। চলে গেছেন ?

অলক। হ্যাঁ ;—এতক্ষণে তার plane বোধহয় কোলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়েছে ! সে আজ বিলাত চলে গেল !

মনীষা। —চলে গেল বাবা ?

চ্যাটার্জ্জি। ওরা চলেই যায়, মা !

মনীষা। …কিন্তু না বলে যারা যায়, তারা কিছু কি রেখে যায় না ?

অলক। রেখে গেছে,—মনীষা ! যাবার আগে শেষ উপহার সে রেখে গেছে !

মনীষা। কই,—কই সে উপহার ?

( অলক পাশের কক্ষ হইতে একগুচ্ছ "নীল পদ্মের" কুঁড়ি আনিয়া মনীষার হাতে দিল—মনীষা পাগলের মত উহা বক্ষে চাপিয়া ধরিল )

মনীষা। রূপান্তর কেন বন্ধু ?—অনেক সংশয় নিয়ে ফিরে এসেছিলুম ! তুমি কি নীলাম্বর হ'য়ে দ্রৌপদীর লজ্জা আজ হরণ ক'রে নিলে ? —দ্রৌপদীর চির-সখা, ওগো বন্ধু আমার !—তোমায় আমি প্রণাম করি ! যত বিষ ছিল, আকণ্ঠ পান ক'রে একা তুমি নীলকণ্ঠ হ'লে ? ওগো বন্ধু—চির-সখা মোর ! তোমায় আমি আবার প্রণাম করি !

( হঠাৎ আকাশের বুকে একটি Aeroplaneএর শব্দ ধ্বনিত হইয়া ধীরে ধীরে দিগন্তের বুকে মিলাইয়া গেল ; মঞ্চটিও ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিল )

যবনিকা পতন